বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও সাফল্য সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ হয়েছে যা আগামীর পথ চলায় সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ ও গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সকল প্রকার বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরলসভাবে যুগোপযোগী নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে সামনে রেখে দেশের তরুণ সমাজ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনমান উন্নত করা এখন সময়ের দাবী। এ লক্ষ্য অর্জনে আধুনিক কর্মসংস্থান সৃজন ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে সময়োপযোগী, প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থাসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে ‘শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ’ নিশ্চিতকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য অর্জন বর্ণিত হয়েছে। অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এই বার্ষিক প্রতিবেদন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অনাচার, বৈষম্য ও দুর্নীতির মুলোৎপাটন করার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রমিক-মালিক, সরকার সকল পক্ষ নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে মর্মে আমি আশাবাদী। তথ্যবহুল এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) দেশের বিশাল শ্রমখাতে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

'শোভন কর্মপরিবেশ' নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়নসহ শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে DIFE। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরী প্রদান, কর্মঘণ্টা, শিশুশ্রম নিরসন, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে এই অধিদপ্তর। নিয়মিত শ্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ২৫৪টি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (Day Care Centre) স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত বিভিন্ন কারখানায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৮৯৯টি সেইফটি কমিটি গঠন নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমিক, মালিকসহ কারখানার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে রাজশাহী নগরীর তেরখাদিয়ায় 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) স্থাপন করা হয়েছে। শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিগণকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে শ্রমিকবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

তথ্যবহুল 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধানাবলী বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) কাজ করছে।

কলকারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ, আইনানুগ কর্মঘণ্টা ও মজুরি বাস্তবায়ন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সেবা প্রদান, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়াদি তদারকি এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এই অধিদপ্তর। শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য টোল ফ্রি হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) পরিচালনা করা হচ্ছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)' চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ ও স্মার্ট কার্ড তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডাইফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিল্প কারখানা ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে নির্ভুল তথ্য ও উপাত্তের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ আবদুর রহিম খান

যুগ্মমহাপরিদর্শক
ও আহ্বায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পরিদর্শকগণ কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছেন। নিয়মিত শ্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-'সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' অর্জন করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করছে ডাইফ। অপ্রতুল জনবল এবং সীমিত অবকাঠামো সত্ত্বেও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এই অধিদপ্তর। একই সাথে অধিদপ্তরের জনবল ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় বৃদ্ধি ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে নিজস্ব ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ যথাযথ তথ্যবহুল করে প্রকাশে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তথাপি এই প্রকাশনায় ক্রটি বিচ্যুতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সার্বিক দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সচিব জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান এবং ডাইফের মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ হাসিবুজ্জামান

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	**জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া** মাননীয় উপদেষ্টা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধান	**এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান** সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **মোঃ আবদুর রহিম খান** মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিশেষ সহযোগিতা	**আরিফ আহমেদ খান** অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
আহ্বায়ক	**মোঃ হাসিবুজ্জামান** যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সদস্য	**ডা. বিশ্বজিত রায়,** সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **তাম্মিন হক,** সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **মোঃ কোরবান আলী,** গ্রন্থাগারিক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **খালিদ ইবনে জাহাঙ্গীর,** সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **জোবায়েদ বিন আনোয়ার,** সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **জর্জিনা আক্তার স্মৃতি,** সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **মোঃ মাহমুদুল হাসান,** শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সদস্য-সচিব	**মোঃ ফোরকান আহসান,** তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
১০ আগস্ট, ২০২৪

ডিজাইন
শফিউর রহমান

মুদ্রণে
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
মোবাইল: ০১৮১-৯২৬৩৪৮১
০১৭১১-০৭৩০১৯

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
অধিদপ্তরের পরিচিতি	১২
অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৩
জনবলের তথ্য (হালনাগাদকৃত : জুন, ২০২৪)	১৪
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্য, পরিসংখ্যান ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ	১৫
শ্রম পরিদর্শন	১৫
শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৬
গণশুনানি আয়োজন	১৮
শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা	১৯
প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ	২১
কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ	২২
সেইফটি কমিটি গঠন	২৩
বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা	২৪
উদ্বুদ্ধকরণ সভা	২৫
বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয়	২৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়	২৭
লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন	২৯
শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য আদালতে মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি	৩০
নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৩১
নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা	৩৩
আউটসোর্সিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	৩৪
চাকুরি বিধি অনুমোদন	৩৪

ডাইফ হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)	৩৫
বিডা ও ডাইফের যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত পরিদর্শন	৩৬
শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম	৩৬
শুদ্ধাচার পুরস্কার	৪১
কারখানার Remediation কার্যক্রম	৪৪
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অর্জন	৪৫
প্রকল্প বিষয়ক তথ্য	৪৬
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প	৪৬
বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পে শোভন কর্মপরিবেশ (GOTAN)	৪৭
বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প	৪৮
তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা	৪৯
দাপ্তরিক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৫১
বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য-সচিব	৫৪
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)	৫৫
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪ পালন	৫৭
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৫৯
তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম	৬০
NOSHTRI'র সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৬১
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম	৬৪
ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম	৬৪
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)	৬৫
বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনকৃত আইএলও’র কনভেনশনসমূহ	৮২
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের আলোকচিত্র	৮৩

ভূমিকা

সকলের জন্য দেশে উৎপাদনশীল ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ, আইনানুগ কর্মঘণ্টা ও মজুরি বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়াদি তদারকি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ডাইফ। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন, অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়, জনবল, ডিজিটাল সেবা, অন্যান্য সেবাসমূহ এবং সামগ্রিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের পরিচিতি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর' বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিদপ্তর। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ, চাকুরির শর্তাবলি ইত্যাদি সংক্রান্ত আইনানুগ বিধানাবলির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই মূলত এই অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। উপমহাদেশে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার ইতিহাস প্রায় শতাব্দী প্রাচীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রথম আইন, কারখানা আইন ১৮৮১, প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত অন্যান্য শ্রম আইনেও সরেজমিন পরিদর্শনের বিধান রাখা হয়।

শ্রম প্রশাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সালে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে দুটি লেবার কমিশনার পদ এবং লেবার কমিশনারের অধীনে অতিরিক্ত লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারী লেবার কমিশনার ও লেবার অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেবার কমিশনার পদ ও এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু থাকে। ১৯৫৮ সালে লেবার কমিশনার পদবি পরিবর্তন করে শ্রম পরিচালক করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রম প্রশাসনের অংশ হিসেবে শ্রম পরিদর্শন কর্মকাণ্ড প্রথমে লেবার কমিশনার ও পরবর্তীতে শ্রম পরিচালকের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো। তবে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার অধিভুক্ত শ্রম আইনের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি আই.এল.ও. কনভেনশন-৮১ এর প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নূর খান কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক ১৯৭০ সালে শ্রম পরিদপ্তর হতে পৃথক করে ২০৪ জনবলের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর গঠন করা হয় এবং সে সময়ে বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহের জন্য প্রধান পরিদর্শক পদকে পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়।

স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পর সে সময়ে প্রচলিত শ্রম সম্পর্কিত ৪৬টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও রেগুলেশন্স শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বলবৎ করার দায়িত্ব পরিদর্শন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। ঢাকায় সদর দপ্তরসহ পুরাতন চারটি বিভাগে চারটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ভিত্তিতে পরিদর্শন কাঠামোকে দুটি শাখা, যথা : কারখানা ও প্রতিষ্ঠান শাখা এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখায় বিভক্ত করে পরিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আবার শ্রম আইনের বিধানাবলীর প্রকৃতিগত ভিন্নতার আলোকে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান শাখার পরিদর্শন কার্যক্রম তিনটি ভাগে, যথা: (১) প্রকৌশল (২) মেডিকেল ও (৩) সাধারণ নামে বিভক্ত ছিল।

পরবর্তীতে ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প' গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ পরিদপ্তরের আওতায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর ফলে পরিদপ্তরের জনবল ২০৪ হতে ২২৬ জনে উন্নীত হয়। এ পরিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই তারিখে আরও ৫৯টি পদ বছর বছর সংরক্ষণভিত্তিতে সৃজিত হয়। ফলে জনবলের সংখ্যা ২৮৫ জনে উন্নীত হয়। অতঃপর ৩১-০১-২০১২ তারিখে পুনরায় একই পদ্ধতিতে আরও ২৯টি পদ সৃজন করায় মোট পদের সংখ্যা হয় ৩১৪ জন।

অতঃপর বাংলাদেশের পোশাকখাতে সৃষ্ট কয়েকটি দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলের সেইফটি, স্বাস্থ্য, কল্যাণসহ আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর'-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ে ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অধিদপ্তরের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১১২৯, যার মধ্যে পরিদর্শকের পদ ৭২৪। অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি 'মহাপরিদর্শক', যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অধীন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)'। রাজশাহী শহরের তেরখাদিয়ায় প্রায় ৫ একর জমির উপর এ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে। NOSHTRI এর প্রধান কাজ হলো মালিক, সরকার ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও কনসাল্টেন্সি সেবা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচলনা করা। জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ইনস্টিটিউটের রাজস্বভুক্ত অস্থায়ী জনবল ১৩ এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৩টি পদে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা ক্রয়ের অনুমোদন রয়েছে।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- কলকারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, বন্দর, ডক, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জলপরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন।
- কারখানা নির্মাণ/প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদন ও লে-আউট নকশা অনুমোদন।
- কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন।
- আইন অমান্যকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু।
- নারী ও শিশুবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন।
- নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- শ্রম বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- গণশুনানি আয়োজন।
- বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে প্রতিনিধিত্ব করা।
- ত্রুটিপূর্ণ কারখানার সংস্কার কাজের তদারকি করা।
- আইএলও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আইএলও'র প্রশ্নমালার জবাব তৈরি।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি প্রশাসন, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিবেদন তৈরি সংক্রান্ত কাজে সহায়তা।
- শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উত্তম চর্চার স্বীকৃতি প্রদান। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সাল থেকে বিভিন্ন কারখানাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে ১২টি সেক্টরের ২৯টি কারখানাকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' প্রদান করা হয়েছে।

জনবলের তথ্য (হালনাগাদকৃত : জুন, ২০২৪)

ক্র. নং	পদ	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ	শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ		
						পদোন্নতির মাধ্যমে	সরাসরি	১০% সংরক্ষণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মহাপরিদর্শক	২য়	১	১	০	০	০	০
২	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	৩য়	১	১	০	০	০	০
৩	যুগ্মমহাপরিদর্শক	৫ম	৬	৫	১	১	০	০
৪	উপমহাপরিদর্শক	৬ষ্ঠ	৪৪	৪০	৪	৪	০	০
৫	প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	১	০	১	০	১	০
৬	সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	৯ম	১১২	১৯	৯৩	৬৪	২৭	২
৭	সহকারি মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	৯ম	৪২	২০	২২	১৭	৫	০
৮	সহকারি মহাপরিদর্শক (সেইফটি)	৯ম	৫১	১৩	৩৯	১৯	১৮	১
৯	পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০
১০	তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০
১১	গ্রন্থাগারিক	৯ম	১	১	০	০	০	০
১২	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	১	০	১	০	১	০
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	৯ম	১	০	১	০	১	০
১৪	আইন কর্মকর্তা	৯ম	২	২	০	০	০	০
১৫	সহকারী মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯ম	১	০	১	০	১	০
১৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	১	১	০	০	০	০
১৭	শ্রম পরিদর্শক সাধারণ	১০ম	৩০১	২৪৪	৫৭	২	৫০	৫
১৮	শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি)	১০ম	৮৮	৩৭	৫১	০	৪৬	৫
১৯	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	১০ম	৭৮	৬০	১৮	০	১৭	১
২০	পরিসংখ্যান সহকারী	১৩তম	১	০	১	০	১	০
২১	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	৬	৩	৩	৩	০	০
২২	কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	১	১	০	০	০	০
২৩	প্রধান সহকারী	১৩তম	৫	১	৪	০	৪	০
২৪	হিসাব রক্ষক	১৩তম	১	০	১	০	১	০
২৫	উচ্চমান সহকারী	১৪তম	২২	১৯	৩	৩	০	০
২৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	৭	২	৫	০	৫	০
২৭	স্টোর কিপার	১৬তম	১	০	১	০	১	০
২৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	১৫২	৮৪	৬৮	৬০	৮	০
২৯	হিসাব সহকারী	১৬তম	২	১	১	০	১	০
৩০	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬তম	১	০	১	০	১	০
৩১	টেলিফোন অপারেটর	১৬তম	১	০	১	০	১	০
৩২	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান	১৬তম	১	১	০	০	০	০
৩৩	গাড়ি চালক	১৬তম	৩৬	২৫	১১	০	১০	১
৩৪	অফিস সহায়ক	২০তম	১৪৭	১২০	২৭	০	২৫	২
৩৫	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	৫	৫	০	০	০	০
৩৬	মালী	২০তম	১	১	০	০	০	০
৩৭	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০তম	৫	৪	১	০	১	০
মোট			১১২৯	৭১৩	৪১৬	১৭৩	২২৬	১৭

উৎস : মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্য, পরিসংখ্যান ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

শ্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশে শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায় এই অধিদপ্তর। কর্মক্ষেত্রে শ্রমের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও মালিকের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন

(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন

(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন

(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন

প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে ঘোষিত (announced) এবং অঘোষিত (unannounced)- এই দুইভাবে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) হলে এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ পূর্বে ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৮৪৭২টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

টেবিল : পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাসের নাম	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট পরিদর্শন (৬+৫+৪+৩)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	জুলাই, ২০২৩	২১২	১০৫৫	৮১৭	১৭২৬	৩৮১০
২	আগস্ট, ২০২৩	৩৪২	১২২৮	১০৭২	১৮৭০	৪৫১২
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪৫	১৩৮৫	৯৪৩	১৭৮৪	৪৩৫৭
৪	অক্টোবর, ২০২৩	২৬২	১৩৪৬	৯৮৩	১৮৬৮	৪৪৫৯
৫	নভেম্বর, ২০২৩	২৭০	১৩৩৯	৮৭৭	১৭৩৭	৪২২৩
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	২৫১	১২১৮	৮৮৯	১৭৭১	৪১২৯
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	২২৯	১২৩০	৮১১	১৬৪৯	৩৯১৯
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	২৪৪	১৩৬১	৯২৭	২০৬৭	৪৫৯৯
৯	মার্চ, ২০২৪	২৩৮	১০৪৮	৭৭৫	১৭২৩	৩৭৮৪
১০	এপ্রিল, ২০২৪	২১৪	১০২১	৭৩১	১৫৯২	৩৫৫৮
১১	মে, ২০২৪	২০০	১০৭৮	৮৩৫	১৬৬৭	৩৭৮০
১২	জুন, ২০২৪	২২৭	৭৩১	৭২১	১৬৬৩	৩৩৪২
মোট		**২৯৩৪**	**১৪০৪০**	**১০৩৮১**	**২১১১৭**	**৪৮৪৭২**

উৎস : মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

টেবিল : শ্রম পরিদর্শনের গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট পরিদর্শন
১	২০১৯-২০২০	৩৮৮৭	১১৫৫৮	৭০৫০	১৪৮৩২	৩৭৩২৭
২	২০২০-২০২১	৬২২৭	৬৯৭৯	৬৬১১	২৭৫৪৪	৪৭৩৬১
৩	২০২১-২০২২	৩৫৬০	১২৯৮৩	৭৯৮৫	১৯১১৬	৪৩৬৪৪
৪	২০২২-২০২৩	৩৩৮৯	১৫১২৪	৯৮৪৮	১৯৪৬৫	৪৭৮২৬
৫	২০২৩-২০২৪	২৯৩৪	১৪০৪০	১০৩৮১	২১১১৭	৪৮৪৭২

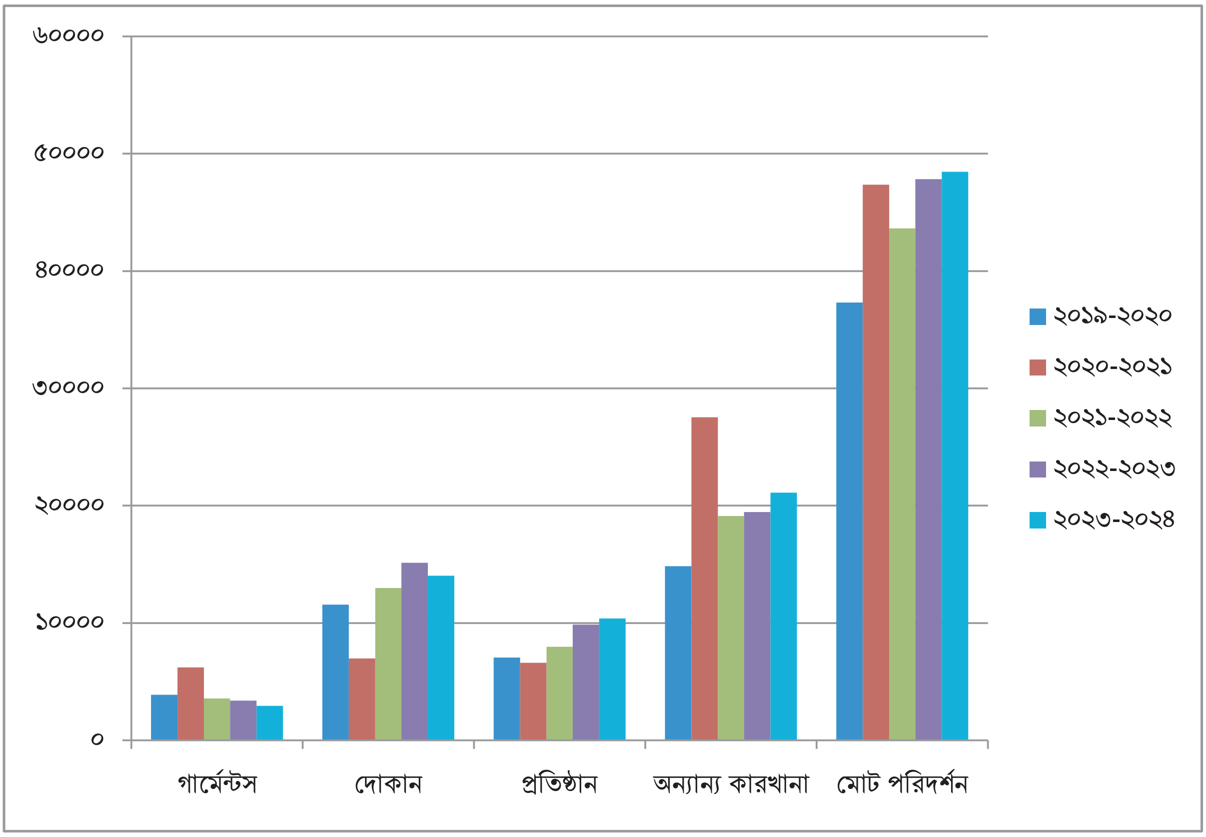

শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫- এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের নিকট থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৫৭৯৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৫৫৮১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল : শ্রমিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্র. নং	মাস	প্রচলিত পদ্ধতিতে	হেল্পলাইন	লিমার মাধ্যমে	ই-মেইলের মাধ্যমে	মাসভিত্তিক প্রাপ্ত মোট অভিযোগ (৩+৪+৫+৬)	মাসভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার {নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ)}
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জুলাই, ২০২৩	১০৩	৭৩	১৭৮	১২	৩৬৬	৩৪৫	২১	৯৪%
২	আগস্ট, ২০২৩	১২৯	৬০	৩৩৬	১৫	৫৪০	৫০৯	৩১	৯৪%
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৭১	১৮০	২৩৪	১৬১	৭৪৬	৭২৬	২০	৯৭%
৪	অক্টোবর, ২০২৩	১৯৬	১৬৪	৬৬	৩	৪২৯	৪২২	৭	৯৮%
৫	নভেম্বর, ২০২৩	১৬২	১৩১	৩১	৬	৩৩০	৩১৫	১৫	৯৫%
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	১৪৭	১৫০	৪৮	১	৩৪৬	৩৩৭	৯	৯৭%
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১৬১	১৫৭	৫৪	৩	৩৭৫	৩৬৮	৭	৯৮%
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১৭৪	২৫১	৬৩	২	৪৯০	৪৬৫	২৫	৯৫%
৯	মার্চ, ২০২৪	১৭৫	১৯৫	৮২	১৭	৪৬৯	৪৪০	২৯	৯৪%
১০	এপ্রিল, ২০২৪	১২০	২৪০	৯১	১	৪৫২	৪২১	৩১	৯৩%
১১	মে, ২০২৪	১৬৭	৩০৯	১৩৩	১	৬১০	৬০১	৯	৯৯%
১২	জুন, ২০২৪	১২৮	৩২৯	১৮৭	০	৬৪৪	৬৩২	১২	৯৮%
মোট		**১৮৩৩**	**২২৩৯**	**১৫০৩**	**২২২**	**৫৭৯৭**	**৫৫৮১**	**২১৬**	**৯৬%**

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

টেবিল : শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তির গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
১	২০১৯-২০২০	২৯৪৫	২৯০২
২	২০২০-২০২১	৫২৩৬	৫২৩৬
৩	২০২১-২০২২	৩৬০৪	৩৬০৪
৪	২০২২-২০২৩	৪৮৭৯	৪৩৯৩
৫	২০২৩-২০২৪	৫৭৯৭	৫৫৮১

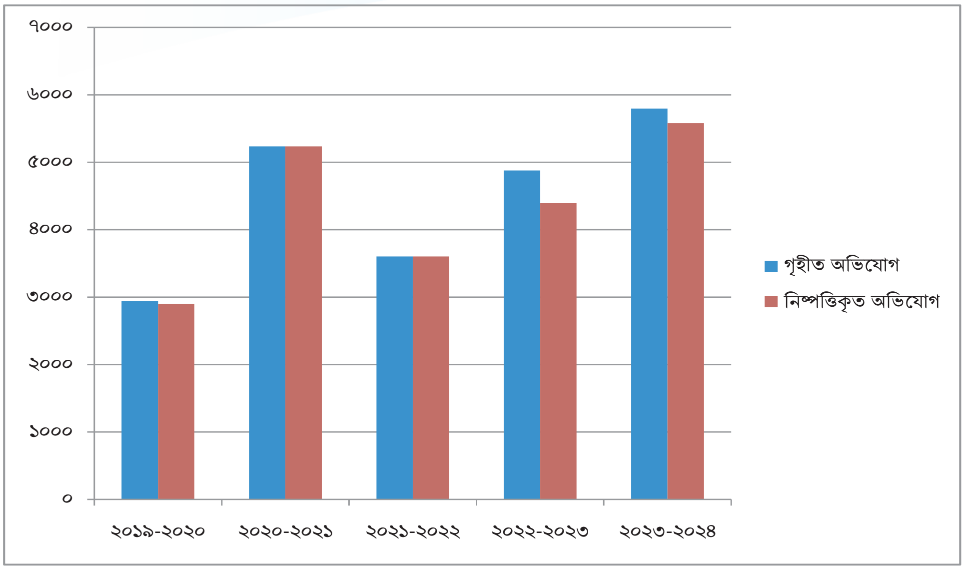

গণশুনানি আয়োজন

সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানি আয়োজন করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০৬০ দিন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ২১৮৮ জন সেবা প্রত্যাশীর ১৬২৪টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল : গণশুনানি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্র. নং.	মাসের নাম	গণশুনানী আয়োজন		
		দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১	জুলাই, ২০২৩	৮২	১৪০	১০১
২	আগষ্ট, ২০২৩	৮২	১১৮	৯৪
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৮৬	১৪৩	৭৫
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৭১	৯০	৯০
৫	নভেম্বর, ২০২৩	৯১	৮৫	৮৫
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	৮৮	২৬৩	১৪৯
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	৯৩	২৩৮	২৩৪
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১০০	৮০	৮০
৯	মার্চ, ২০২৪	৯৭	২৪১	১১৬
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৯১	১৯৬	১৭১
১১	মে, ২০২৪	৮৯	৩০৫	১৪০
১২	জুন, ২০২৪	৯০	২৮৯	২৮৯
মোট		১০৬০	২১৮৮	১৬২৪

উৎস : মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

টেবিল : গণশুনানি নিষ্পত্তির গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	গণশুনানি নিষ্পত্তির সংখ্যা
১	২০১৯-২০২০	৭৩৪	৭৮৩	৭৭২
২	২০২০-২০২১	৮৪৪	৭৯৭	৭৯৩
৩	২০২১-২০২২	৮৯২	৮৩৭	৭৯৮
৪	২০২২-২০২৩	৯৬০	১১১১	১০৮২
৫	২০২৩-২০২৪	১০৬০	২১৮৮	১৬২৪

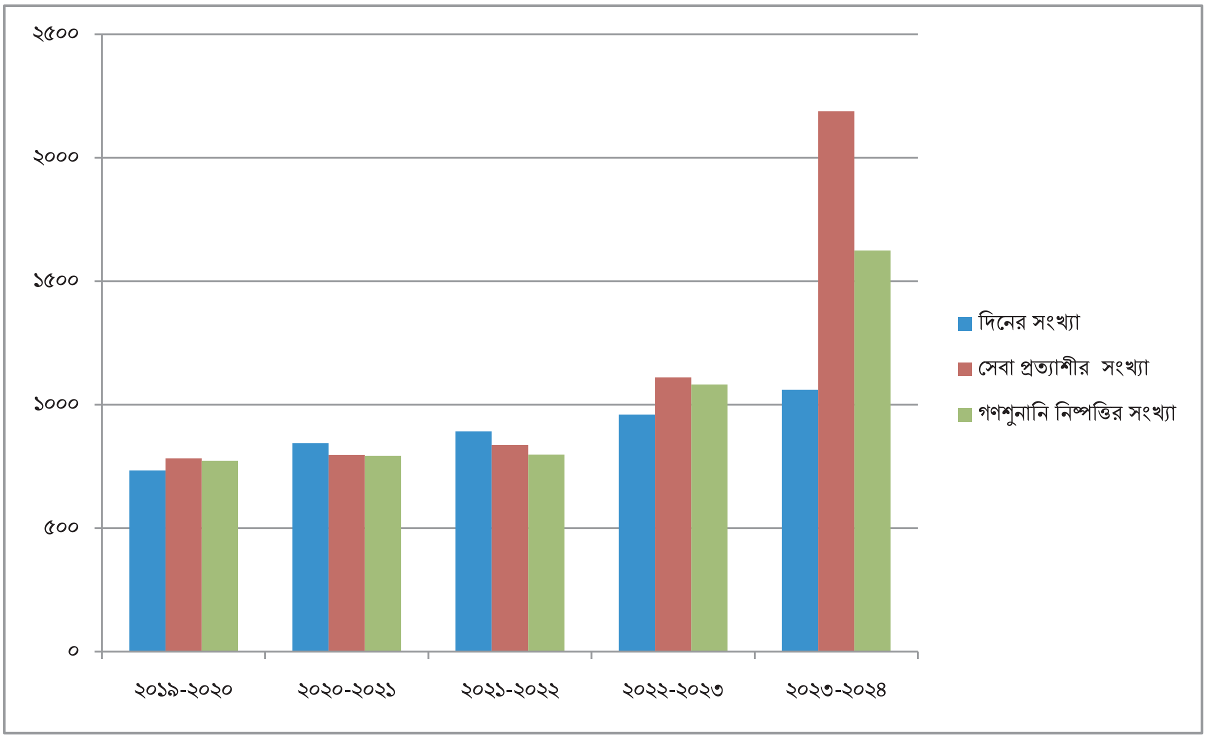

শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৫৪টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ৩৬৪টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

টেবিল : শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিষয়ক তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২৩	১০	২০
২	আগস্ট, ২০২৩	১৭	২১
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৫	৩৩
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৩২	৩৮
৫	নভেম্বর, ২০২৩	২০	৩০
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	৩১	৪৪
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	২৮	৩৬
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	২২	৩৪
৯	মার্চ, ২০২৪	২১	৩২
১০	এপ্রিল, ২০২৪	২১	৩০
১১	মে, ২০২৪	১৯	৩০
১২	জুন, ২০২৪	০৮	১৬
মোট		**২৫৪**	**৩৬৪**

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা

টেবিল : শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিষয়ক গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
১	২০১৯-২০২০	৩৬৭	৩৫১
২	২০২০-২০২১	৪৫০	৪১০
৩	২০২১-২০২২	৫১৫	৪৩১
৪	২০২২-২০২৩	৩১৮	৩৮৯
৫	২০২৩-২০২৪	২৫৪	৩৬৪

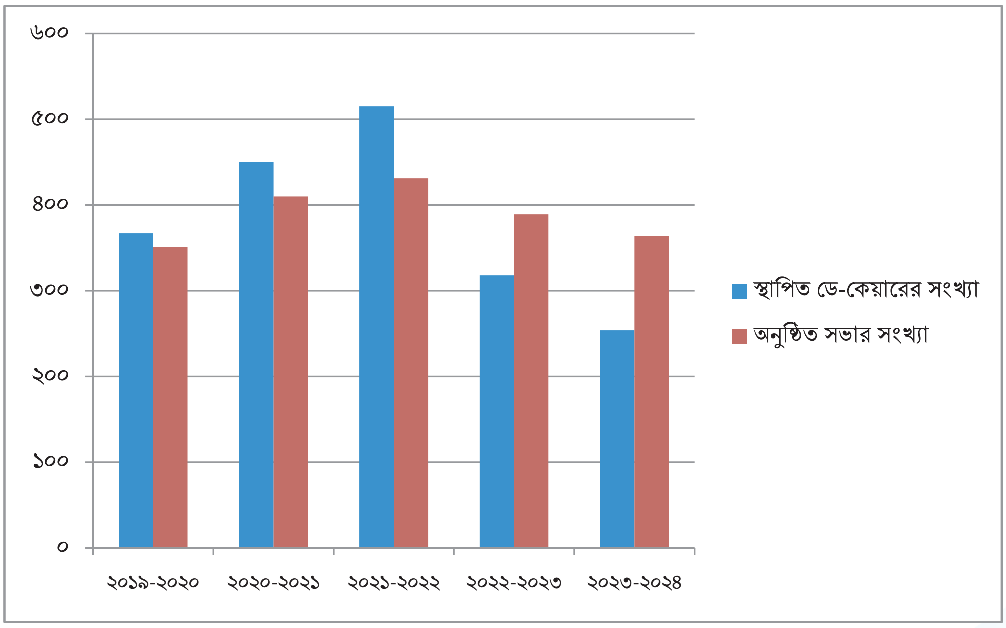

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ৮,৮৫৫ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৩৩,৩৭,২৩,২৩৫ (তেত্রিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত পঁয়ত্রিশ) টাকা।

টেবিল : প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	জুলাই, ২০২৩	১৬০৪	৫০৬১৫৫২৭
২	আগস্ট, ২০২৩	৭২৭	৩০১২১২৮৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৭৩২	৪৫০৬৬৯৫৯
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৮৩২	৩০৩৮৩৯৩৩
৫	নভেম্বর, ২০২৩	৯১২	৩৩৭৪৭৫৮৬
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	৫৯৮	১৭৮০১১৫৫
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১০৯১	৩৭৩৩০১২১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	৬০০	১৮১১৮১৮৪
৯	মার্চ, ২০২৪	৩২০	১০৮৮৯৫৮৫
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৫১৯	৬৯৫০৯৪৭
১১	মে, ২০২৪	৩৯৬	৯১৮৫৭২৩
১২	জুন, ২০২৪	৫২৪	৪৩৫১২২২৬
মোট		**৮৮৫৫**	**৩৩,৩৭,২৩,২৩৫**

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা

টেবিল : প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২০১৯-২০২০	১০৯৬১	৩৬৭৯৩৪৭৪৩
২	২০২০-২০২১	১৪৯৫৯	৫৯১৬৭৪৭৪৩
৩	২০২১-২০২২	১২৬৬৪	৪৭১০৬৬১৪৫
৪	২০২২-২০২৩	১৬৮০৫	৭৫১২৬১৪৩০
৫	২০২৩-২০২৪	৮৮৫৫	৩৩৩৭২৩২৩৫

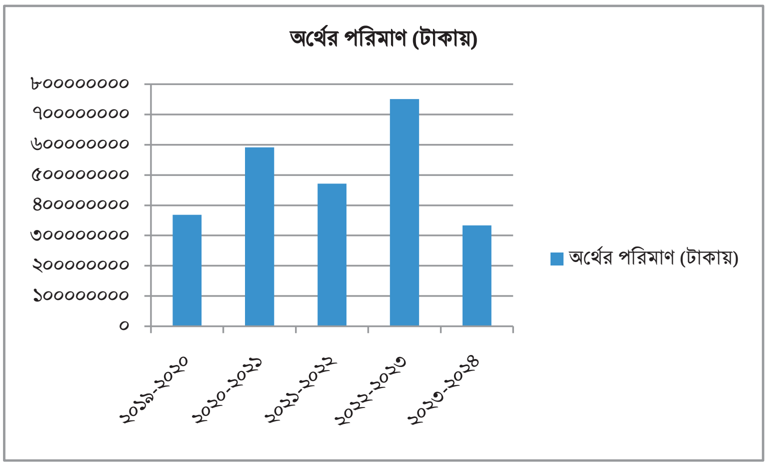

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১,১৬,৩২,০৭৮ (এক কোটি ষোল লক্ষ বত্রিশ হাজার আটাত্তর) টাকা মালিক পক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেবিল : দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকায়)
১	জুলাই, ২০২৩	২	১	৬	০
২	আগস্ট, ২০২৩	৫	২	৪	০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৫	৩	১১	১৩৩০০০০
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৩	০	৬	২০০০০০
৫	নভেম্বর, ২০২৩	১	১	০	১১৪০০০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	৫	৪	৯	৫৪৯৫০০০
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১	১	০	১৮৪১৬০০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	২	১	১	০
৯	মার্চ, ২০২৪	৩	১	২	২০০০০০
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৩	০	৩	৩০৬৮১২
১১	মে, ২০২৪	৩	১	৪	০
১২	জুন, ২০২৪	৩	২	৪	১১১৮৬৬৬
মোট		৩৬	১৭	৫০	১১৬৩২০৭৮

উৎস : সেইফটি শাখা

টেবিল : দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকায়)
১	২০১৯-২০২০	৫৯	৪২	১০৩	৮৭২২৫০০
২	২০২০-২০২১	৫৪	৩৩	৫৪	৩৩৬০০০০
৩	২০২১-২০২২	৪৫	১৮০	১৪৬	৩১৭৪৮০০০
৪	২০২২-২০২৩	৩৯	৭০	৫৮	২৩২৯৫২৫২
৫	২০২৩-২০২৪	৩৬	১৭	৫০	১১৬৩২০৭৮

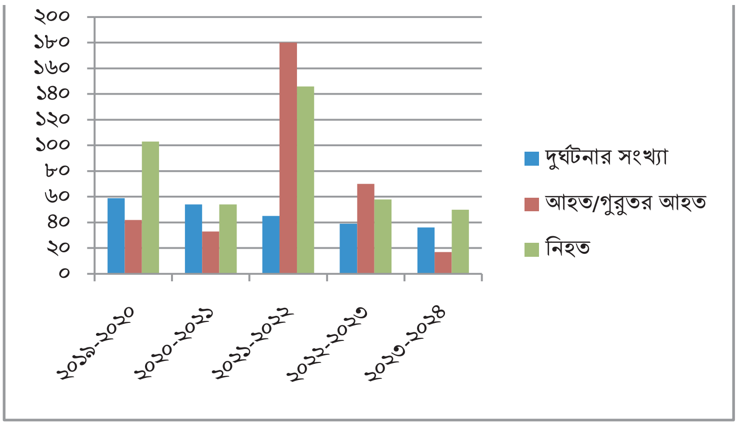

সেইফটি কমিটি গঠন

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৮৯৯টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৪৩২৪টি আরএমজি কারখানা এবং ৩৩১৪টি নন-আরএমজি কারখানায় মোট ৭৬৩৮টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেবিল : কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	সেইফটি কমিটির সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২৩	১০০
২	আগস্ট, ২০২৩	৪৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৬২
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৭১
৫	নভেম্বর, ২০২৩	৬৩
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	৯০
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১০১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	৯২
৯	মার্চ, ২০২৪	১২৯
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৪৬
১১	মে, ২০২৪	৫০
১২	জুন, ২০২৪	৪৬
সর্বমোট		৮৯৯

উৎস : সেইফটি শাখা

টেবিল : কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন বিষয়ক গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	সেইফটি কমিটির সংখ্যা
১	২০১৯-২০২০	৯০২
২	২০২০-২০২১	৯১৯
৩	২০২১-২০২২	১১০৭
৪	২০২২-২০২৩	৭৮০
৫	২০২৩-২০২৪	৮৯৯

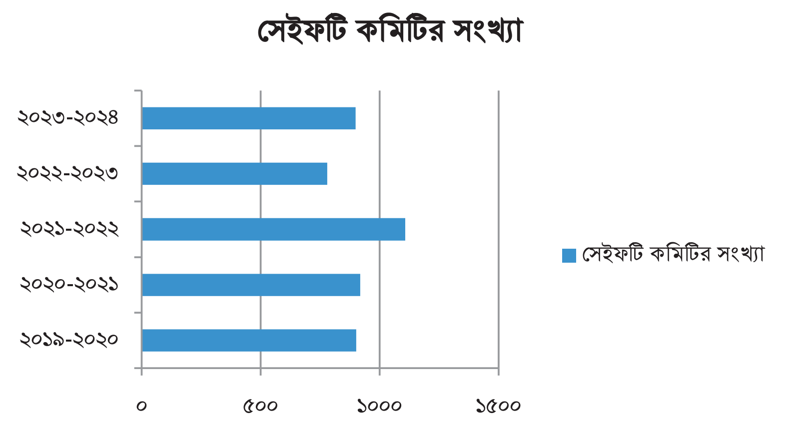

বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৯৯ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৬৪টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করা হয়েছে।

টেবিল : বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা বিষয়ক তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	কারখানা/প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২৩	৩
২	আগস্ট, ২০২৩	৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১০
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৪
৫	নভেম্বর, ২০২৩	২
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	৩
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১০
৯	মার্চ, ২০২৪	৪
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৪
১১	মে, ২০২৪	৩
১২	জুন, ২০২৪	৮
মোট		**৬৪**

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা

টেবিল : বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা বিষয়ক গত তিন অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	কারখানা/প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
১	২০২১-২০২২	৫৬
২	২০২২-২০২৩	৯৭
৩	২০২৩-২০২৪	৬৪

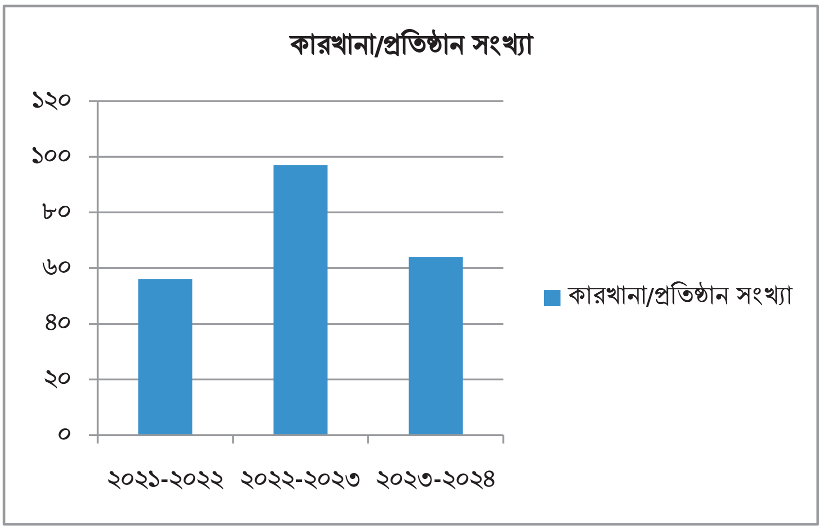

উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ১৩৪৪টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল : উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্র. নং.	মাসের নাম	বর্তমান মাসে উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
১	২	২
১	জুলাই, ২০২৩	৬৬
২	আগস্ট, ২০২৩	১০৬
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১২৫
৪	অক্টোবর, ২০২৩	১২০
৫	নভেম্বর, ২০২৩	১১৪
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	১৪৬
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১৫০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১২২
৯	মার্চ, ২০২৪	১৪৪
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৮৭
১১	মে, ২০২৪	১১৬
১২	জুন, ২০২৪	৪৮
মোট		১৩৪৪

উৎস : মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

টেবিল : উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিষয়ক গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
১	২০১৯-২০২০	৭৬০
২	২০২০-২০২১	৯৫৭
৩	২০২১-২০২২	৯২৭
৪	২০২২-২০২৩	১০৩৯
৫	২০২৩-২০২৪	১৩৪৪

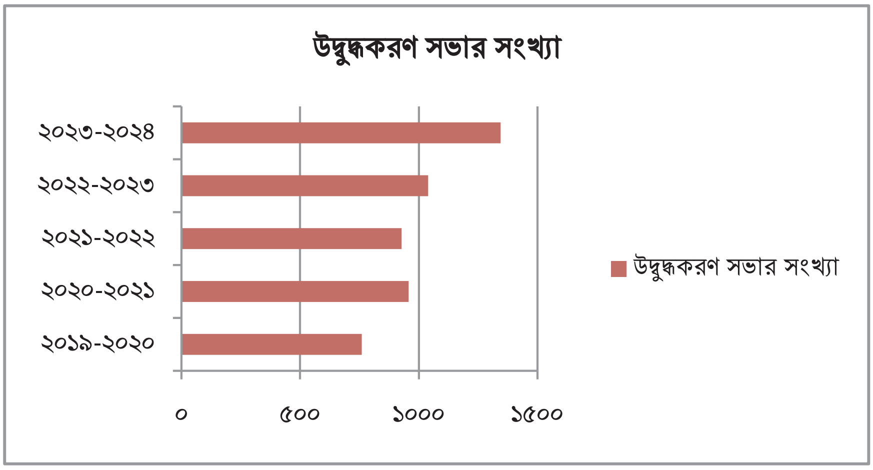

বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয়

অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বন্টন, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, অফিস পরিচালনা ব্যয়, ক্রয় পরিকল্পনা, অডিট ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও ক্রয় ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা অর্থ ও হিসাব শাখার মূল কাজ। এছাড়াও অধিদপ্তরের আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

টেবিল : বাজেট বিষয়ক তথ্যাবলী (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট খরচ	মন্তব্য
৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান**				
৩১১১১০১	মূলবেতন (অফিসার)	১৫৭১০০	১৪৭৫০০	১২৩৭৫২	
৩১১১২০১	মূলবেতন (কর্মচারী)	৪৩৫০০	৪৪০০০	৩৬০৭৮	
৩১১১	নগদ মজুরী ও বেতন	১৬৫৮০০	১৬৮৩৩৫	১৪০৪২৫	
উপমোট		**৩৬,৬৪,০০**	**৩৫,৯৮,৩৫**	**৩০,০২,৫৫**	
৩২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার				
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**	৭৩৫৫০	৬৮৪৫০	৫৭৩২১	
৩২৫	**পণ্য ও সেবা**	১০০০৫০	৯৭১৬৫	৮৭৮৯৭	
উপমোট		**১৭,৩৬,০০**	**১৬,৫৬,১৫**	**১৪,৫২,১৮**	
৩৮	আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেনীবদ্ধ নয়				
৩৮২১	**উপমোট**	**২৫,০০**	**২৫,০০**	**১৪,৬০**	
৪১	অআর্থিক সম্পদ				
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩৩৬০০	২০০০০	১৭৫০৭	
উপমোট		**৩,৩৬,০০**	**২,০০,০০**	**১,৭৫,০৭**	
মোট		**৫৭,৬১,০০**	**৫৪,৭৯,৫০**	**৪৬,৪৪,৪০**	বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের হার ৮৫%

উৎস: অর্থ ও হিসাব শাখা

টেবিল : বাজেট বরাদ্দ ও বাজেট ব্যয় বিষয়ক গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (অংকসমূহ হাজার টাকায়)	বাজেট ব্যয় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)
১	২০১৯-২০২০	৪১৮৫০০	৩৩৮১৭৩
২	২০২০-২০২১	৪৬৪৯১৮	৩৪০৬৩২
৩	২০২১-২০২২	৪৪৯৪০০	৩৫৭৮৯২
৪	২০২২-২০২৩	৫২৪১০০	৪২৯৪৬৩
৫	২০২৩-২০২৪	৫৭৬১০০	৪৬৪৪৪০

উৎস: অর্থ ও হিসাব শাখা

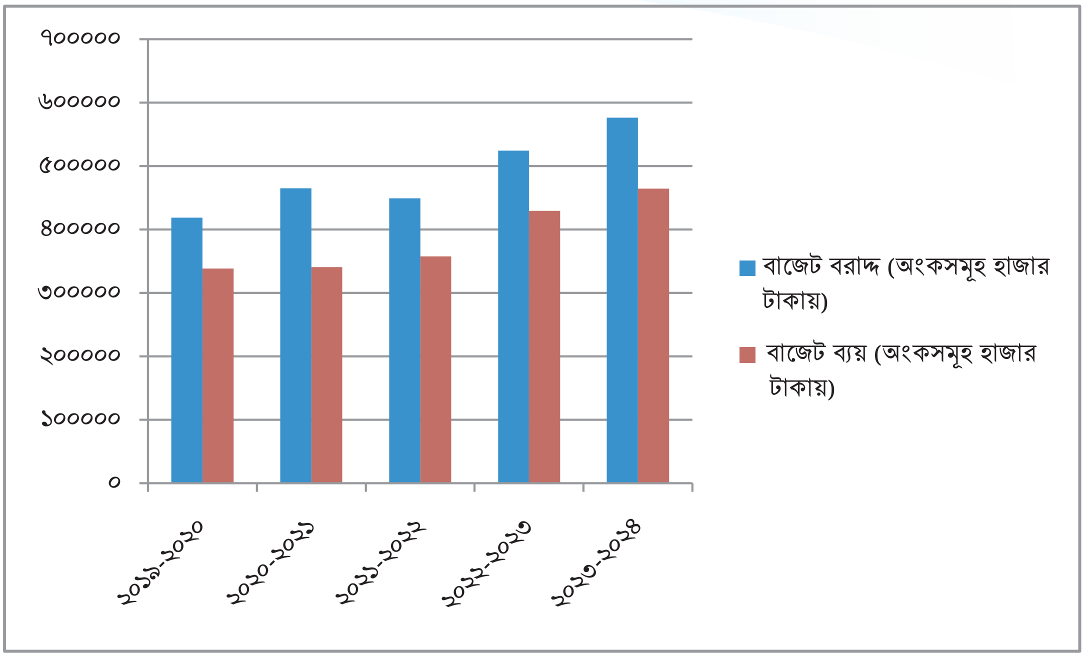

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ডাইফ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট ৬,০০,০৮,৬১৯/- (ছয় কোটি আট হাজার ছয় শত উনিশ) টাকা আয় করেছে।

টেবিল : কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়
১	জুলাই, ২০২৩	১,৩৩,৪৪,০০০/-
২	আগস্ট, ২০২৩	৮৪,৮৪,০০০/-
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৫৪,০৪,০০০/-
৪	অক্টোবর, ২০২৩	৪৮,৪৬,০০০/-
৫	নভেম্বর, ২০২৩	৪৩,০৫,০০০/-
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	২৮,৩৯,৪৫৩/-
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	৪০,২৭,৬১২/-
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	৩২,১০,১০৫/-
৯	মার্চ, ২০২৪	২৫,২৮,৩৯৮/-
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৩০,৭৬,৮২০/-
১১	মে, ২০২৪	৩৮,৫৬,০২৯/-
১২	জুন, ২০২৪	৪০,৯৭,২০২/-
মোট		৬,০০,০৮,৬১৯/-

উৎস : অর্থ ও হিসাব শাখা

টেবিল : গত পাঁচ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়
১	২০১৯-২০২০	৫০৩৪৯০০০
২	২০২০-২০২১	৫৮৯০৮০০০
৩	২০২১-২০২২	৫৯৭২৬৫৬৬
৪	২০২২-২০২৩	৫৭০৩৮১৯০
৫	২০২৩-২০২৪	৬০০০৮৬১৯

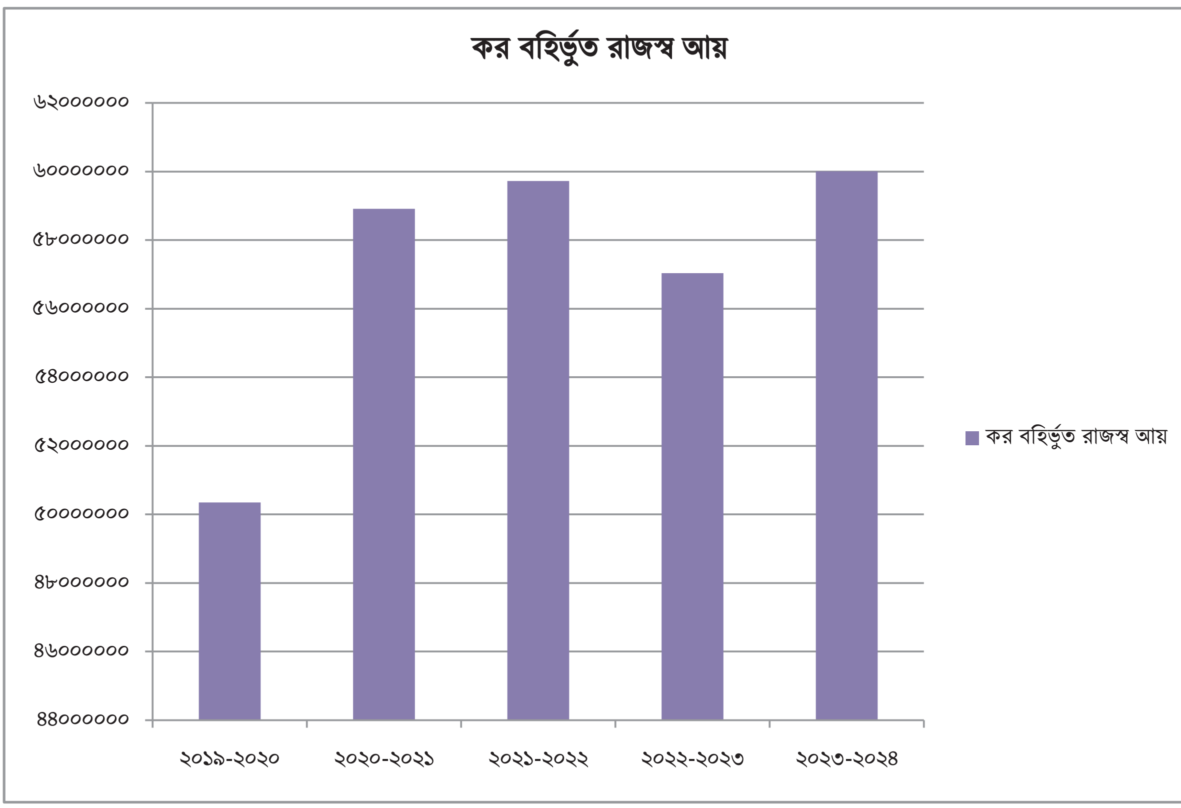

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি নিয়মিত ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন প্রদান করা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ৬৫৯৬টি কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩১,৬২৪টি লাইসেন্স নবায়ন প্রদান করেছে।

টেবিল : লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪											
ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা					প্রদত্ত নবায়নের সংখ্যা				
		কারখানা		প্রতিষ্ঠান	দোকান	মোট (৩+৪+৫+৬)	কারখানা		প্রতিষ্ঠান	দোকান	মোট (৮+৯+১০+১১)
		আরএমজি	নন- আরএমজি				আরএমজি	নন-আরএমজি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	জুলাই, ২০২৩	১০	২৫০	১৩৮	১৪২	৫৪০	৫৪৭	৩৩৯১	১৪০০	১৩৬৪	৬৭০২
২	আগস্ট, ২০২৩	১৩	১১৬	১১৬	২২৫	৪৭০	৩২০	৩৩৩৬	১৩৪৩	৮৩০	৫৮২৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১২	১৯৯	১৫৬	১৭৬	৫৪৩	২৩৩	২৪৩১	৬৩৩	৫২০	৩৮১৭
৪	অক্টোবর ২০২৩	১৫	২৫৭	১৭৫	১৪৮	৫৯৫	১৪১	১৫২৬	৪৪৮	৪৯৯	২৬১৪
৫	নভেম্বর, ২০২৩	২৭	৩০৮	১৭২	১৩৭	৬৪৪	১৩২	১৩৭১	৩৩৭	৫৯৬	২৪৩৬
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	১০	২৫১	১৬৫	১৫৮	৫৮৪	৭৫	৯১৪	৩৯৬	৩৮৮	১৭৭৩
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১৬	৩৩১	২৬৪	২০৬	৮১৭	১১৬	১০১৫	৪১১	৩৯৬	১৯৩৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	৬	২৪৮	১১৮	১০৩	৪৭৫	৩৫	৭০০	১৯১	৯৮	১০২৪
৯	মার্চ, ২০২৪	৩	১৯৯	১৬৭	১২১	৪৯০	৫২	৬৯১	২৪৮	১৬৫	১১৫৬
১০	এপ্রিল ২০২৪	২১	১৬৭	১০৪	১২৫	৪১৭	৬১	৬৫৮	১৫০	১৩৭	১০০৬
১১	মে, ২০২৪	১৭	২০১	১০৫	১১৬	৪৩৯	১৬৩	৭৬৬	২২১	১৫২	১৩০২
১২	জুন, ২০২৪	৩৯	২৩২	১৬০	১৫১	৫৮২	১১২	১১৭৫	৩৮১	৩৫৯	২০২৭
মোট		১৮৯	২৭৫৯	১৮৪০	১৮০৮	৬৫৯৬	১৯৮৭	১৭৯৭৪	৬১৫৯	৫৫০৪	৩১৬২৪

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৪

শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য আদালতে মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা প্রতিপালনের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৪০৩টি। মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ৫৫১টি।

টেবিল : মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্র. নং	মাসের নাম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মামলা প্রদানের সংখ্যা						২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা						মামলা নিষ্পত্তি বাবদ জরিমানা আদায়
		কারখানা, ও দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মামলা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য						কারখানা, ও দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য						
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	শিশু শ্রমের মামলা	মোট মামলা (১+২+৩+৪+৫)	আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	শিশু শ্রমের মামলা	মোট নিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা (৭+৮+৯+১০+১১)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	জুলাই, ২০২৩	৩	২১	৪২	১৯	০	৮৫	০	২৬	১২	৫	২	৪৫	৫০২৫০০
২	আগস্ট, ২০২৩	২	২৯	১৩	৫	২	৫০	০	৭	১২	৫	০	২৪	৪৫৫০০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৭	২৭	৫৫	১৬	০	১০৫	১	১৮	২৪	১১	০	৫৪	১৮৭৫০০
৪	অক্টোবর, ২০২৩	১০৭	১১৫	১৫৬	৫৯	১৯	৪৫৭	১	২৮	২৩	২৯	০	৮১	২৪৯০০০
৫	নভেম্বর, ২০২৩	৩	৩২	২৮	৫৩	১	১১৭	২	৪	১০	৮	০	২৪	১১৯০০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	০	৩২	২১	২৩	০	৭৬	০	১৪	১১	৮	০	৩৩	১২৫৫০০
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	০	২১	৫১	১২	২	৮৬	০	১২	২২	১০	০	৪৪	২৫৮৫০০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	০	৩৭	২১	১১	১	৭০	০	১২	২৯	৯	০	৫০	৪৯৬৬০০
৯	মার্চ, ২০২৪	৪	৪৮	৩১	৪৫	৫	১৩৪	১	১১	১২	৮	০	৩২	২০১৩০০
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৭	১৫	১৯	১৬	০	৫৭	৩	৯	১৩	৫	১	৩১	২৩৯০০০
১১	মে, ২০২৪	৮	৮৩	৯	১৭	৪	১২২	৬	৬৮	১৮	১১	০	১০৩	৮৮৩০০০
১২	জুন, ২০২৪	২	১২	২২	৮	২	৪৬	০	১১	১০	৯	০	৩০	৩৭৫০০০
মোট		১৪৩	৪৭২	৪৬৮	২৮৪	৩৬	১৪০৩	১৪	২২০	১৯৬	১১৮	৩	৫৫১	৩৬৮২৪০০

উৎস : আইন উপশাখা

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ১(৪)- এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা শ্রমিকগণ বাদে সকল কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনযোগ্য কাজের জায়গাসমূহ বলে বিবেচিত। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (হালনাগাদকৃত) অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ১,৪০,০২৬টি এবং নিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ৯৪,৫১৫টি। আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ১৮,১০,৬৮৭ জন এবং নন-আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ২৬,২৯,৪৯২ জন।

টেবিল : নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

ক্রমিক নং-	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	অরেজিষ্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান					রেজিষ্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান				
		কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (৩+৪+৫+৬)	কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (৮+৯+১০+১১)
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ঢাকা	০	২২২৫	২২৮৫০	২২০	২৫২৯৫	৬৯৫	২৬৭৫	৫৫৭০	২২৪০	১১১৮০
২	চট্টগ্রাম	২৪	৮৭	৪৯১০	৮০১	৫৮২২	২৮৯	৩৭১১	৩৯৮৪	২০৪০	১০০২৪
৩	গাজীপুর	৫২	১১৮	২০৫৬	২৬৮	২৪৯৪	১১২৫	১৫১৯	৪৩০	১০৯	৩১৮৩
৪	নারায়ণগঞ্জ	৯	১৬৩	১৭৮৭	১৫৯	২১১৮	১০০৩	৩৮০৩	৮৫৪	১৮৩	৫৮৪৩
৫	মুন্সিগঞ্জ	০	৪৬	৭৭৮	৯৩	৯১৭	০	৬৫২	২৩৮	২১	৯১১
৬	নরসিংদী	০	১১৮	১২৬৬	৩৮	১৪২২	৬	১৫৮২	৫৮২	১৬২	২৩৩২
৭	ফরিদপুর	০	১০৫	২১১	৫৫	৩৭১	০	৭০৪	২১১	৩২১	১২৩৬
৮	টাঙ্গাইল	০	৬৪	৪৮৩০	৫৫	৪৯৪৯	৯	১৫৯৭	৬৪৯	৪০৮	২৬৬৩
৯	ময়মনসিংহ	০	৪৫	২৮৭৭	৯০৩	৩৮২৫	৮৩	২৩৯৫	২১৪০	১৭০২	৬৩২০
১০	কিশোরগঞ্জ	০	১৪৮	৫৪০	১২২	৮১০	০	১২৪৫	৫১০	৯৮৭	২৭৪২
১১	কুমিল্লা	০	৩৫০	৪০০০	২৫০	৪৬০০	৬	১২১৬	১০৬০	৫৪০	২৮২২
১২	রাজশাহী	০	১৫২	১৮৯২৫	২৭৩	১৯৩৫০	২	১০৫০	৮০৬	২০০	২০৫৮
১৩	পাবনা	০	১৩০	৮৩১	৭৪	১০৩৫	০	২৫৭৫	১০৭২	৯২৩	৪৫৭০

১৪	বগুড়া	০	৭৫	১৩৪৩	২১৯	১৬৩৭	০	১৫৫৪	৭৭৪	৬০৮	২৯৩৬
১৫	সিরাজগঞ্জ	০	১৪৭	১৫০০	৮৭	১৭৩৪	১	১৩২৩	৫৯০	১৮১	২০৯৫
১৬	রংপুর	০	১১৭	১৫০০০	৮২২	১৫৯৩৯	৯	২২০৭	১৩১০	১১৬৭	৪৬৯৩
১৭	দিনাজপুর	০	৫০	৪৯৫৩	৫৮১	৫৫৮৪	০	১১০০	১৬১৯	১০৬৪	৩৭৮৩
১৮	খুলনা	০	৫০	৮০০	৩০০	১১৫০	০	১৬০৮	৭৭৫	৯৬২	৩৩৪৫
১৯	যশোর	০	২৩২	৫৮৮০	৬৮২	৬৭৯৪	৯	১২২৭	৩	১	১২৪০
২০	কুষ্টিয়া	০	১২০	৩৫০০	১২০	৩৭৪০	০	১১৭২	২৫২	২৫০	১৬৭৪
২১	সিলেট	০	৩০০	৩১৩৯	২০১	৩৬৪০	০	১২৩৫	৫৩৬	৫৯৮	২৩৬৯
২২	মৌলভীবাজার	০	২১	৫৮	৩	৮২	৪	১৯৫৭	৫২৮	৪১১	২৯০০
২৩	বরিশাল	০	৩৬০	১১৮৩৩	৮৫২	১৩০৪৫	০	১০৩৩	৭৬৬	১৫২৩	৩৩২২
২৪	রাঙামাটি	০	১১০	৩০৩৯	২৬৩	৩৪১২	১	১৬১	২১১	২৩৯	৬১২
২৫	কক্সবাজার	০	১২০	৫৫০	৬০	৭৩০	০	৮৪০	১৯৯	৩৯৯	১৪৩৮
২৬	গোপালগঞ্জ	০	৬৫	২২০০	২০০	২৪৬৫	২	৪২৭	১৯৯	৩৩২	৯৬০
২৭	মানিকগঞ্জ	০	৫	১৯৫০	৬৫	২০২০	৪	৫৩৫	৯৯	৮৫	৭২৩
২৮	জামালপুর	০	৬০	৫৬০	১৭০	৭৯০	০	৮৩৭	৪১৪	৪৮৭	১৭৩৮
২৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০	১০০	৬৯৮	২০০	৯৯৮	০	৮৩৯	১০৭	৩৪৯	১২৯৫
৩০	ফেনী	০	৩০০	৬০০	৩০০	১২০০	০	১৪৩৯	৩০৮	৪১০	২১৫৭
৩১	নওগাঁ	০	২৭০	১৩২৫	৪৬৩	২০৫৮	০	৯২৮	২০০	২২৩	১৩৫১
মোট		**৮৫**	**৬২৫৩**	**১২৪৭৮৯**	**৮৮৯৯**	**১৪০০২৬**	**৩২৪৮**	**৪৫১৪৬**	**২৬৯৯৬**	**১৯১২৫**	**৯৪৫১৫**

উৎস : মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা

(জুন, ২০২৪ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

ক্রমিক নং	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	সর্বমোট কারখানার সংখ্যা		শ্রমিক সংখ্যা	
		আরএমজি	নন-আরএমজি	আরএমজি	নন-আরএমজি
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ঢাকা	৬৯৫	২৬৭৫	৩১২২৫০	১৫৫০০০
২	চট্টগ্রাম	২৮৯	৩৭১১	১৬০৩৭৯	২১৯০৫১
৩	গাজীপুর	১১২৫	১৫১৯	৯০৫২৪৯	৮২৮১০৫
৪	নারায়ণগঞ্জ	১০০৩	৩৮০৩	২৪০৫১০	৮৯৭৮০
৫	মুন্সিগঞ্জ	০	৬৫২	০	২৪১২৪
৬	নরসিংদী	৬	১৫৮২	২১৩১২	৩৮৭৩৬
৭	ফরিদপুর	০	৭০৪	০	৬২৪১২
৮	টাঙ্গাইল	৯	১৫৯৭	২৪৮২০	৯২৫৮২
৯	ময়মনসিংহ	৮৩	২৩৯৫	১১৪০০০	২৩০০০০
১০	কিশোরগঞ্জ	০	১২৪৫	০	১০৪০৩
১১	কুমিল্লা	৬	১২১৬	১৮৫০	১৩৯২৯
১২	রাজশাহী	২	১০৫০	৩০৬	৫২৫০
১৩	পাবনা	০	২৫৭৫	০	৯০৮০২
১৪	বগুড়া	০	১৫৫৪	০	৪৯৩৫২
১৫	সিরাজগঞ্জ	১	১৩২৩	৯০০	৩০৫৯৯
১৬	রংপুর	৯	২২০৭	৯২০	৪২৫০৮
১৭	দিনাজপুর	০	১১০০	০	১৮৯৯৯
১৮	খুলনা	০	১৬০৮	০	১৩২২০৯
১৯	যশোর	৯	১২২৭	৫৫২১	৭৫৮০৫
২০	কুষ্টিয়া	০	১১৭২	০	২৭৩৮০
২১	সিলেট	০	১২৩৫	০	৩৮৭৮৬
২২	মৌলভীবাজার	৪	১৯৫৭	৯৯৫০	১৬২৯১৮
২৩	বরিশাল	০	১০৩৩	০	৪৬০২৬
২৪	রাঙামাটি	১	১৬১	১০৯০	১৭৫৬৬
২৫	কক্সবাজার	০	৮৪০	০	১৭১৫৪
২৬	গোপালগঞ্জ	২	৪২৭	৯০	৫২৭০
২৭	মানিকগঞ্জ	৪	৫৩৫	১১৫৪০	৩২৩০০
২৮	জামালপুর	০	৮৩৭	০	১৮,৪৫০
২৯	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	০	৮৩৯	০	২৫০৯৫
৩০	ফেনী	০	১৪৩৯	০	৬২৮৯
৩১	নওগাঁ	০	৯২৮	০	২২৬১২
মোট		৩২৪৮	৪৫১৪৬	১৮১০৬৮৭	২৬২৯৪৯২

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৪

আউটসোর্সিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১২৯টি আউটসোর্সিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নতুন লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৪৩টি আউটসোর্সিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স এর নবায়ন প্রদান করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৭৯,০১,০৬৩ টাকা (উনআশি লক্ষ এক হাজার তেষট্টি টাকা মাত্র)।

টেবিল : আউটসোর্সিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংবলিত তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাসের নাম	নতুন লাইসেন্স এর সংখ্যা	নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	রাজস্ব আয় (২০২৩-২০২৪)
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	জুলাই, ২০২৩	১৩	১৪	৬৭৮০০০/-
২	আগস্ট, ২০২৩	২১	২৪	১১১৯৮২৬/-
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৩	১১	৫৬০৯২৯/-
৪	অক্টোবর, ২০২৩	০৯	১১	৪৭৭৭৫০/-
৫	নভেম্বর, ২০২৩	০৯	১৮	৭৫৩২০৪/-
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	০৭	১৭	৩৫৮০১২/-
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	০৮	১৪	৪২৬৯৭০/-
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	০৫	২৪	৫৪১৭৫০/-
৯	মার্চ, ২০২৪	১৯	২৩	১০৯৩৪৩৯/-
১০	এপ্রিল, ২০২৪	৯	২৬	৭১২৭৭২/-
১১	মে, ২০২৪	৪	৩২	৫২০৯০৬/-
১২	জুন, ২০২৪	১২	২৯	৬৫৭৫০৫/-
মোট		১২৯	২৪৩	৭৯,০১,০৬৩/-

উৎস : সাধারণ শাখা

চাকুরি বিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। জুলাই, ২০২৩ খ্রি. থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ০৬টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

টেবিল : চাকুরি বিধি অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাস	চাকুরি বিধি অনুমোদনের সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২৩	-
২	আগস্ট, ২০২৩	-
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-
৪	অক্টোবর, ২০২৩	-
৫	নভেম্বর, ২০২৩	-
৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	-
৭	জানুয়ারি, ২০২৪	১

৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১
৯	মার্চ, ২০২৪	১
১০	এপ্রিল, ২০২৪	২
১১	মে, ২০২৪	১
১২	জুন, ২০২৪	-
সর্বমোট		০৬

উৎস : সাধারণ শাখা

ডাইফ হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অভিনব ও জনবান্ধব সেবার নাম 'ডাইফ হেল্পলাইন'। টোল ফ্রি নম্বর ১৬৩৫৭ এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিনামূল্যে শ্রম বিষয়ক অভিযোগ দাখিল এবং শ্রম সম্পর্কিত আইনগত পরামর্শের জন্য ডাইফ হেল্পলাইন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে হেল্পলাইনের মাধ্যমে মোট ২৩৭১টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ২২৭১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

হেল্পলাইনে কি ধরনের অভিযোগ করা যায় :

১। বেতন/মজুরি পাওনাদি ২। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ৩। অন্যায়ভাবে বরখাস্ত ৪। সার্ভিস বেনিফিট ৫। সেইফটি সংক্রান্ত ৬। কর্মক্ষেত্রে বিরোধ ৭। কর্মঘণ্টা ও ছুটি ৮। শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য অভিযোগ।

LIMA Apps- এর মাধ্যমে হেল্পলাইনের কার্যক্রম :

LIMA Apps- এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ফরমে তথ্য পূরণের মাধ্যমে অভিযোগ সংরক্ষণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় অভিযোগটি তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগকারী একটি সনাক্তকরণ নম্বর প্রাপ্ত হন এবং অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলে সনাক্তকরণ নম্বরের মাধ্যমে অভিযোগের হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারেন। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শকগণ অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করেন এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রমাণকসহ লিমা অ্যাপে ইনপুট প্রদান করেন।

হেল্পলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ক কাজে নিয়োজিত শ্রম পরিদর্শকগণ

বিডা ও ডাইফের যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত পরিদর্শন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শিল্প-কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৫ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ০৩.০০০০.০৮২.০৪৬.০৭৬.২০২১ (অংশ)-০৯ নং পত্রের অনুশাসনের প্রেক্ষিতে শিল্প কলকারখানাসমূহের অবকাঠামো এবং অগ্নি-দুর্ঘটনা ও অন্যান্য-দুর্ঘটনা নিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১০টি দপ্তর স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, গ্যাস বিতরণ কোম্পানি এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সমন্বয়ে সমন্বিত পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ে ৫২০৬টি কলকারখানায় সমন্বিত পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কলকারখানাগুলোতে কারেক্টিভ একশন প্ল্যান (CAP) প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কারখানাগুলোতে মনিটরিং পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরও ৫০০১টি কারখানায় সমন্বিত পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কারখানাগুলোতে ক্যাপ প্রেরণ করা হয়েছে। দুইটি পর্যায়ে মোট ১০২০৭টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম

১। শিশুশ্রম নিরসন, বিশেষ পরিদর্শন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ অনুযায়ী শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সরকার ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী (২০২১-২০২৫) জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA) গ্রহণ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। DIFE-এর তত্ত্বাবধানে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৬০৬ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ১০,৮৩৬টি বিশেষ পরিদর্শন ও ৮২৮টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

ক্র. নং	মাস	শিশুশ্রম নিরসন	বিশেষ পরিদর্শন সংখ্যা (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য)	উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য)
১.	জুলাই, ২০২৩	**২৩৩**	১৯৭২	১৯৮
২.	আগস্ট, ২০২৩	**২৫১**		
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	**৩৩১**		
৪.	অক্টোবর, ২০২৩	**২৮২**	২৬৭১	২৫৬
৫.	নভেম্বর, ২০২৩	**২০৯**		
৬.	ডিসেম্বর, ২০২৩	**৪৯৫**		
৭.	জানুয়ারি, ২০২৪	**৩৪৯**	৩২৩৫	২২৮
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	**৩৬৩**		
৯.	মার্চ, ২০২৪	**৪১৪**		
১০.	এপ্রিল, ২০২৪	**২৬৯**	২৯৫৮	১৪৬
১১.	মে, ২০২৪	**৩২৯**		
১২.	জুন, ২০২৪	**৮১**		
	মোট	**৩৬০৬**	**১০৮৩৬**	**৮২৮**

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা

ফেনীতে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম

ফেনী জেলার শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেনী জেলায় অবস্থিত বিসিক শিল্পনগরী সমূহকে শিশুশ্রম মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে চাড়ীপুর বিসিকে চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতা এনজিও প্রতিনিধি, বিসিক কর্তৃপক্ষ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে যৌথ পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পরিদর্শনে চাড়ীপুর বিসিক শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে যেসব কারখানায় শিশুশ্রমিক রয়েছে তা শ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়াও বিসিকের অন্তর্গত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে শিশুশ্রম নিরসনে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, শিশুশ্রম নিরসনে বিসিক শিল্পনগরী নিজকুঞ্জুরায় বিশেষ পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয় এবং পূর্বের নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বিসিক নিজকুঞ্জুরায় বিশেষ পরিদর্শনে কোন শিশুশ্রমিক না থাকায় বিসিক শিল্পনগরী নিজকুঞ্জুরাকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অত্র দপ্তর কর্তৃক পরিদর্শনে প্রত্যাহারকৃত শিশুর তথ্য ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রেরণ করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ফেনীর মাধ্যমে ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর জেলা হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫২ জন শিশুকে শ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয় এবং কুমিল্লা শ্রম আদালতে শিশুশ্রম সংক্রান্ত ৪টি মামলা দায়ের করা হয়।

শিশুশ্রম নিরসনে বিশেষ পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা চাড়ীপুর বিসিক, ফেনী

২। শিশুশ্রমের মামলা ও নিষ্পত্তি

শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন আইন, নীতি ও বিধি-বিধান যেমন-বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৮ সালে সংশোধিত), জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০, শিশুশ্রম নীতি ২০১১, শিশুশ্রম আইন ২০১৩ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ রয়েছে। উক্ত আইন, নীতি ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিশুশ্রমের মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৮টি। এর মধ্য থেকে ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

ক্র. নং	মাস	শিশুশ্রমের মামলার সংখ্যা	শিশুশ্রমের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা
১.	জুলাই, ২০২৩	০	২
২.	আগস্ট, ২০২৩	২	০
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	০	০
৪.	অক্টোবর, ২০২৩	১	০
৫.	নভেম্বর, ২০২৩	১	০
৬.	ডিসেম্বর, ২০২৩	০	১
৭.	জানুয়ারি, ২০২৪	২	০
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১	০
৯.	মার্চ, ২০২৪	৬	০
১০.	এপ্রিল, ২০২৪	১	১
১১.	মে, ২০২৪	৪	১
১২.	জুন, ২০২৪	০	০
মোট		১৮	৫

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা

৩। শিশুশ্রম নিরসনে মাঠ পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির সভা

শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে ০৩টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেগুলো হচ্ছে- ১) বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ২) জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ৩) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি। উক্ত কমিটিসমূহে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি হিসেবে রয়েছেন। উক্ত কমিটিসমূহ নিয়মিত সভার আয়োজন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয় সাধনে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ১৪টি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ১২৬টি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ২২০টি সভার আয়োজন করেছে।

ক্র: নং	মাসের নাম	বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সভার সংখ্যা (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য)	জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সংখ্যা (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য)	উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সংখ্যা (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য)
১.	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৪	৩১	৫৯
২.	অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩	৩	৩১	৬৭
৩.	জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪	৫	৩৪	৪৯
৪.	এপ্রিল-জুন, ২০২৪	২	৩০	৪৫
মোট		১৪	১২৬	২২০

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা

৪। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪ উদযাপন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় ১২ জুন, ২০২৪ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে "বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত

উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হল:

- বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) পোস্টার ছাপিয়ে প্রচারের জন্য তা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৩১টি কার্যালয়, সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বিভিন্ন NGO, INGO কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়।
- দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে ৮ (আট)টি দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক কালবেলা, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ, The Business Standard, The People's Daily Life) প্রকাশ করা হয়।
- বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে (Channel-i) WDACL-2024 উপলক্ষ্যে টকশো আয়োজন করা হয়।
- দিবসটি উপলক্ষ্যে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে (এটিএন বাংলা) বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে একটি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন (টিভিসি) প্রচার করা হয়।
- বিটিআরসি'র (BTRC) সহায়তায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২৪ এর প্রতিপাদ্য "শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি" মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।
- বাংলাদেশ সচিবালয় ভবন, শ্রম ভবন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৩১টি কার্যালয়ে স্ট্যান্ড ব্যানার, ড্রপ ডাউন ব্যানারসহ অন্যান্য ব্যানার দ্বারা সজ্জিত করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সচেতনতামূলক র‌্যালি ও সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন

'শিশুশ্রম বন্ধ করি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সারাদেশে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উদ্যোগে ১২ জুন, ২০২৪ খ্রি. তারিখে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ২০০২ সাল থেকে আইএলও সর্বপ্রথম দিবসটি পালন করা শুরু করে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তিকে শিশু শ্রমিক হিসেবে গন্য করা হয়। বাংলাদে শ্রম আইন, ২০০৬ ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা(১) অনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ ৪৩টি সেক্টরের কাজের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় কোনভাবেই শিশু শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাবে না। ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৪৩টি সেক্টরসহ অন্যান্য সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের অধীন গ্লাস, সিরামিকস, জাহাজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাদুকা শিল্প সেক্টর হতে ইতোমধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অত্র কার্যালয়ের অধীন বিভিন্ন সেক্টর হতে ২৬৯ জন শিশু শ্রমিককে শিশুশ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন

মানিকগঞ্জে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪ পালন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউনিসেফসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা যৌথভাবে দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আইএলও ১৯৯২ সালে প্রথম শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী ২০০২ সালের ১২ জুন থেকে আইএলও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর 'শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে দিনটি পালন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশু শ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি'। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে সমগ্র উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে ব্যানার, পোস্টার সাঁটানো হয়। দিবসটির তাৎপর্য কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কারখানায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের পোস্টার বিতরণ করা হয়।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

কেরাণীগঞ্জে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও বিশেষ পরিদর্শন

উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান। জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ এসব কলকারখানাতে কর্মরত রয়েছে। সরকার এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞের ৪৩টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ঘোষিত সেক্টরের অনেকগুলোর মধ্যে শিশুশ্রমিক কর্মরত রয়েছে। আজকের শিশু আগামী দিনের উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করেছেন সরকার। ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শিশুশ্রম নিরসন, এসডিজির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ নানা বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহের মধ্যে কেরাণীগঞ্জে লোকাল গার্মেন্টস বেশি থাকায় শিশুশ্রম সব থেকে বেশি। এর প্রেক্ষিতে গত ০৮/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে অত্র কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক, সকল সহকারী মহাপরিদর্শক, ৪৪ জন শ্রম পরিদর্শক, এনজিও প্রতিনিধি ও শ্রমিক মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে বিশেষ পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছিল।

উক্ত বিশেষ পরিদর্শন/ঝটিকা অভিযানে বিভিন্ন কারখানায় সরেজমিনে গিয়ে শিশুশ্রমিক রয়েছে কিনা তদন্ত করা হয়। যে সকল কারখানায় শিশুশ্রমিক কর্মরত নেই সেসকল কারখানায় শিশুশ্রম নেই মর্মে স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সকল কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষকে শিশুশ্রমিক নিয়োগ না দেয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৫। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- ➢ সমগ্র দেশের ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরসহ বিভিন্ন সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনকল্পে ১ (এক) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে তা অনুমোদিত হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ➢ কেরাণীগঞ্জ শিল্প অঞ্চলকে টার্গেট করে স্থানীয় পোশাক প্রস্তুত ও সরবরাহকারী কারখানা/প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদী (জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ ইং) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল যা করোনা পরিস্থিতির কারণে বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।
- ➢ পরিকল্পনাটি ২ (দুই)বছর মেয়াদে (২০২২-২০২৩) বৃদ্ধিসহ রিভিউ করা হয় এবং বর্তমানে ২ (দুই) বছর মেয়াদী (২০২৪-২০২৫) কর্মপরিকল্পনাটি মেয়াদ বৃদ্ধির রিভিউ অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।
- ➢ শ্রমজীবী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর ইংরেজি পাঠের অনুবাদিত বাংলা সংস্করণ আইএলও-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম' মুদ্রণপূর্বক বিতরণ করেছে।
- ➢ তাছাড়া ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট ২০২২-২০২৬ এর আওতায় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের সাথে চলমান কর্মপরিকল্পনা (রোলিং ওয়ার্ক প্ল্যান) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

  - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে Capacity Building Strategy on Elimination of Child Labour-শীর্ষক ৫টি পৃথক প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মডিউল ১ এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
  - শ্রমক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রংপুর বিভাগে (২৩.১২.২০২৩), ময়মনসিংহ বিভাগে (২৭.০১.২০২৪), খুলনা বিভাগে (২৭.০২.২০২৪), বরিশাল বিভাগে (২৩.০৪.২০২৪), সিলেট বিভাগে (২৬.০৫.২০২৪), চট্টগ্রাম বিভাগে (৩০.০৫.২০২৪), রাজশাহী বিভাগে (২৫.০৬.২০২৪) এবং ঢাকা বিভাগে (০৩.০৭.২০২৪) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের উপস্থিতিতে বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে শিশুশ্রম নিরসনে বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
  - জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫ এর ওপর অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
  - ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Elimination of Child Labour through strengthening child protection systems in Bangladesh, Jan 2025- Dec 2025 প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার

রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও একটি দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কাঠামো অনুযায়ী সকল সূচক শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন দপ্তরসমূহের অনুকূলে "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

নীতিমালা, ২০২১” এর ক্রমিক ৩.৩ এবং ৩.৪ অনুযায়ী বাছাই কমিটির সকল সদস্যের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ০৪টি ক্যাটাগরিতে একক ও যৌথভাবে নিম্নবর্ণিত মোট ০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ প্রদান করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	ক্যাটাগরি	একক/ যৌথ	গ্রেড	দপ্তর
০১	ক. মোঃ ফোরকান আহসান তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা	প্রধান কার্যালয়ের ২য় থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মচারীগণ	যৌথ	৯ম	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
	খ. মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা			৯ম	
০২	ক. মোঃ মুনছুর বিল্লাল শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	প্রধান কার্যালয়ের ১০ থেকে ১৬ তম গ্রেডের কর্মচারীগণ	যৌথ	১০ম	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
	খ. মোঃ সানজিদ খান শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)			১০ম	
০৩	মাজেদা খাতুন মালী	প্রধান কার্যালয়ের ১৭ থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মচারী	একক	২০তম	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
০৪	ক. প্রকৌ. শরীফ আহাম্মেদ আজাদ উপমহাপরিদর্শক	আওতাধীন জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের প্রধানগণ	যৌথ	৬ষ্ঠ	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ফেনী
	খ.আব্দুল কাইউম উপমহাপরিদর্শক			৬ষ্ঠ	উপমহাপরিদর্শক, NOSHTRI (প্রাক্তন উপমহাপরিদর্শক, যশোর)

এছাড়াও ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতেও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২৩-২০২৪ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফোরকান আহসান-এর হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ তুলে দিচ্ছেন মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান (৩০.০৬.২৪)

উপমহাপরিদর্শক জনাব শরীফ আহাম্মেদ আজাদ-এর হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪
তুলে দিচ্ছেন মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান (৩০.০৬.২৪)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	ক্যাটাগরি	একক/যৌথ	গ্রেড	দপ্তর
০১	মিনা মাসুদ উজ্জামান অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯	যৌথ	গ্রেড-৪	প্রধান কার্যালয়
০২	শিউলী আকতার উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯		গ্রেড-৬	প্রধান কার্যালয়
০৩	মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯		গ্রেড-৯	প্রধান কার্যালয়
০৪	জনাব রাবেয়া সুলতান শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬	যৌথ	গ্রেড-১০	প্রধান কার্যালয়
০৫	জনাব মোঃ নিহারুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬		গ্রেড-১০	প্রধান কার্যালয়
০৬	জনাব মোঃ জুয়েল মিয়া অফিস সহায়ক	গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০	একক	গ্রেড-২০	প্রধান কার্যালয়
০৭	জনাব ডা. রাজীব চন্দ্র দাস উপমহাপরিদর্শক (চ.দা.)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯	যৌথ	গ্রেড-৬	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
০৮	জনাব আব্দুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত, উপমহাপরিদর্শক (চ. দা.)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯		গ্রেড-৬	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	ক্যাটাগরি	একক/যৌথ	গ্রেড	দপ্তর
০১	ডা. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯	একক	গ্রেড-৫	প্রধান কার্যালয়
০২	এ কে এম সালাউদ্দিন উপমহাপরিদর্শক (চ.দা.)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯	যৌথ	গ্রেড-৬	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা
০৩	মোঃ আরিফুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক (চ.দা.)	গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯		গ্রেড-৬	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী
০৪	শান্তা দেব মনি শ্রম পরিদর্শক (সেফটি)	গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬	যৌথ	গ্রেড-১০	প্রধান কার্যালয়
০৫	মোঃ ওহীদুর রহমান শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬		গ্রেড-১০	প্রধান কার্যালয়
০৬	মোঃ দেলোয়ার হোসেন অফিস সহায়ক	গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০	একক	গ্রেড-২০	প্রধান কার্যালয়

কারখানার Remediation কার্যক্রম

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ২০১৪-২০১৬ সালে সর্বমোট ১৫৪৯টি কারখানার প্রাথমিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয় ও মূল্যায়ন রিপোর্ট হতে CAP (Corrective Action Plan) প্রস্তুত করা হয়। CAP অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ ইলেকট্রিক্যাল, ফায়ার ও স্ট্রাকচারাল এর ডিজাইন-ড্রয়িং নিবন্ধিত কন্সাল্টিং ফার্ম দ্বারা সম্পন্ন করে এ দপ্তরে জমা প্রদান করে থাকে। উক্ত ডিজাইন-ড্রয়িংসমূহ ইলেকট্রিক্যাল, ফায়ার ও স্ট্রাকচারাল এর টাস্কফোর্সের মাধ্যমে রিভিউ করে Remediation কাজ এর জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। ILO এর অর্থায়নে টাস্কফোর্স সভা আয়োজন করা হতো।

কারখানাসমূহ Corrective Action Plan (CAP) মোতাবেক সংস্কার কাজসমূহ তদারকি এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরকারি অর্থায়নে ক্যাপ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকৌশলী নিয়োগ করা হয় যার মেয়াদ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ শেষ হয়। উক্ত প্রকল্পে ৬০ জন (ফায়ার- ২০, ইলেকট্রিক্যাল-২০ ও স্ট্রাকচারাল-২০) ইঞ্জিনিয়ার একজন প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে কাজ করেন।

অত্র দপ্তরকে কারিগরি সহয়তার জন্য আইএলও এর অর্থায়নে RMG Phase-II প্রকল্পের মাধ্যমে Case Management & Engineering Support to RCC প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যুরো ভেরিটাস (বিডি)-কে নিয়োগ করা হয় যার মেয়াদ জুন, ২০২২ এ শেষ হয়। উক্ত প্রকল্পে কারখানা সমূহের CAP এর সংস্কার কাজ তদারকি করার জন্য ৪৭ জন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করেন।

Case Management & Engineering Support to RCC প্রকল্প শেষ হলেও কারখানাসমূহের ডিজাইন-ড্রয়িং রিভিউ, সংস্কার কাজের তদারকি চলমান রাখার জন্য আইএলও এর RMG Phase-II প্রকল্পের মাধ্যমে ০৯ জন IA (Implementation Agreement) Engineer এবং ০২ জন ডাটা ম্যানেজমেন্ট অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয় যার মেয়াদ গত ৩১ মে, ২০২৩ এ শেষ হয়। তাছাড়া কারখানার সংস্কার কাজ শুরুর পূর্বে কারখানাসমূহের ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল এবং স্ট্র্যাকচারাল ডিজাইন-ড্রয়িং-সমূহ অনুমোদনের জন্য ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল এবং স্ট্র্যাকচারাল টাস্কফোর্স মিটিং এর সম্মানীসহ যাবতীয় খরচ জগএ Phase-II প্রকল্প হতে নির্বাহ করা হত। কিন্তু ILO এর RMG Phase-II প্রকল্প গত ৩১ মে, ২০২৩ শেষ হওয়ায় উক্ত তারিখের পরে আর কোন টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরবর্তীতে EU-ILO roadmap অনুযায়ী সেপ্টেম্বর- ২০২২ তারিখে Industrial Safety Unit (ISU) গঠন করা হয়, যার কাজ হলো RCC থেকে প্রাপ্ত সকল কারখানার সংস্কারমূলক কাজ তদারকি করা। বর্তমানে ০৭ জন প্রকৌশলী ISU-তে কর্মরত রয়েছে।

বর্তমানে চালুকৃত ক্যাটাগরি-১, ২ ও ৩ এর (মোট ১৭৩+৩৪৬+১০৩০=১৫৪৯টি) কারখানাসমূহকে এস্কেলেশন প্রোটোকল মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়, পাশাপাশি CAP (Corrective Action Plan) Verification Visit বা সংক্ষেপে CVV ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হলে CCVV করা এবং ইনিশিয়াল ক্যাপ কমপ্লিশন সার্টিফিকেট

প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্যাটাগরি- ১ এর আওতাধীন কারখানাসমূহের Business Plan Implementation অনুযায়ী শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে, যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্যাটাগরি-১ এর ১৭৩টি কারখানার বর্তমান অবস্থা :

বন্ধ	ইউডি বাতিল	সার্টিফিকেট প্রদান	ক্যাটাগরি-২ এ স্থানান্তর	মোট
৪৫টি	৫৬টি	৬২টি	১০টি	১৭৩টি

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৬) অনুযায়ী ক্যাটাগরি-২ ও ৩ এর ৩২১টি চালু কারখানার মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকাতে অবস্থিত ৯৬টি কারখানার পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জেলায় অবস্থিত ৯৬টি কারখানার বর্তমান অবস্থা :

বন্ধ	সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে	সার্টিফিকেট প্রদান	সংস্কার কাজ চলমান	মোট
২৪টি	২০টি	০৫টি	৫২টি	৯৬টি

বর্তমানে গাজীপুরের ৯০টি কারখানার মধ্যে ১৫টি কারখানার সংস্কার কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে, বন্ধ আছে ৭টি। অবশিষ্ট ৬৮টি কারখানার মধ্যে ২৬টিতে ইতোমধ্যে এস্কেলেশন প্রোটোকল অনুযায়ী রাউন্ড-২ হতে রাউন্ড-৩ এর অন্তর্ভুক্তিকরণ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ও বাকিগুলোতে পত্র প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি উক্ত কারখানাসমূহে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেইফটি ইউনিটের টিমভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য বর্তমানে ক্যাটাগরি-১, ২ ও ৩ এর অন্তর্ভুক্ত সর্বমোট ১৫৪৯টি কারখানার মধ্যে ৪১৫টি কারখানা চলমান রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অর্জন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩ এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৩,২৩৭টি, ৮৬৬৬টি, ১০০২৪টি, ১০৫৫৮টি, ১০৫২৩টি এবং ৬৭৭৫টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সাথে সঙ্গতি রেখে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর অংশ হিসেবে Labour Inspection Management Application (LIMA) নামে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম, ডাইফ ইনভেন্টরি রিকুইজিশন সিস্টেম, ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয়। ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডাইফের প্রদত্ত সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) (২০২৩-২৪)-এর অর্জন

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
০১	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩৫০০০	৪৮৪৭২
০২	শিশুশ্রম নিরসন	সংখ্যা	২৫০০	৩৬০৬
০৩	উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন	সংখ্যা	৭৫০	১৩৪৪
০৪	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১৫০০	১৭৫৫
০৫	নতুন লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	শতকরা	১০০%	১০০%
০৬	নবায়নকৃত লাইসেন্স প্রদান	শতকরা	১০০%	১০০%
০৭	অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	শতকরা	৮০%	৯৭%
০৮	ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	শতকরা	৮০%	৯৫%
০৯	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ	শতকরা	৮০%	৮৩.৮২%
১০	গ্রুপ বীমা চালু নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৫০	৬৪
১১	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৫০০	৮১২

উৎস : প্রশাসন শাখা

প্রকল্প বিষয়ক তথ্য

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প

১	প্রকল্পের নাম	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)
২	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব, ফোন : ০১৭১৪১৩৩৪০৩, ই-মেইল : pd.imtiaz.mahmud@gmail.com
৩	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫	ভৌত কাজ বাস্তবায়নাকারী	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর, পেকু সার্কেল
৬	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৮৭৯১.০০ লক্ষ টাকা
৭	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন ২০২৫ খ্রি.
৮	প্রকল্পের জনবল	:	প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে), সহকারী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং ২ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত।
৯	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ জিওবি
১০	প্রকল্পের স্থান	:	চট্টগ্রাম,যশোর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও ময়মনসিংহ (মোট ১৮ টি জেলা)
১১	জুন, ২০২৪ (২০২৩-৩৪) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	৩০/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৪৩৭৭.০০ লক্ষ টাকা ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি : ৩১.৬৮% আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার : ১৫.২০%
১২	চলতি বছরে (২০২৪-২৫) অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	:	২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৯১৮৬.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ৪৪৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ৮৭৪৩.০০ লক্ষ টাকা) অর্থ মন্ত্রণালয়ের হতে প্রকৃত বরাদ্দ : ৭৩১১.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত অর্থছাড় : ১৮২৭.৭৫ লক্ষ টাকা
১৩	প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য প্রধান কার্যাবলী	:	▪ DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ। ▪ ১২টি জেলায় নতুন অফিস ভবন নির্মাণ ও ৬টি জেলায় বিদ্যমান ভবনের উর্ধমুখী সম্প্রসারণ। ▪ ০৮টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ (০৪টি জেলাতে শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে নতুন ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে)। ▪ আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন/ মোটরসাইকেল ক্রয়। ▪ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (শ্রম আইন সম্পর্কিত ৮০টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ২টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ)।
১৪	প্রকল্পের বাস্তব বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি	:	• ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের যে অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে তা নিম্নরূপ : • ৬টি জেলায় (ময়মনসিংহ, রংপুর, মৌলভীবাজার,বরিশাল, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া) উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম শেষ হয়েছে; • ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৩টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণে কার্যক্রম শেষ হয়েছে (পাবনা, যশোর ও টাঙ্গাইল)। ৫টি জেলার ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। • ৪টি জেলায় নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। আরও ২টি জেলায় নতুন ভবন নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১টি জেলায় দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পে শোভন কর্মপরিবেশ (GOTAN)

০১	প্রকল্পের নাম	বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পে শোভন কর্মপরিবেশ (Good Working Conditions in Tanneries (GOTAN)
০২	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ মতিউর রহমান, যুগ্মমহাপরিদর্শক।
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
০৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
০৫	প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৭৩৩.০৯ লক্ষ টাকা
০৬	প্রকল্পের মেয়াদ	১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
০৭	প্রকল্পের জনবল	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রকল্প পরিচালক ও ডেস্ক অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন)
০৮	ভৌত কাজ বাস্তবায়নাকারী	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও জিআইজেড, বাংলাদেশ
০৯	অর্থায়নের উৎস	জিআইজেড, বাংলাদেশ
১০	প্রকল্পের স্থান	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর
১১	চলতি বছরে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ২০৪১.২০ লক্ষ টাকা; জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্ত : ২০৪১.২০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ২০২১.৩২ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.০২%
১২	আর্থিক অগ্রগতি	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয় ২০২১.৩২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৪৩.০০% ,
১৩	প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী	▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত পরিদর্শক এবং অন্যান্য অংশীজনদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা; ▪ ট্যানারির পরিদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট উপকরণ উন্নয়ন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে পরামর্শমূলক কারিগরী পরিষেবা প্রদান; ▪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে OHS ইনস্টিটিউটের সক্ষমতাকে কাজে লাগানো; ▪ চামড়া শিল্প সংক্রান্ত OHS কারিকুলাম উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান; ▪ ক্লাসরুম এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ (যেমন : রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক) প্রস্তুতকরণ; ▪ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের (ToT) ব্যবস্থা করা। ▪ ট্যানারি খাতে Labour Inspection Management Application (LIMA) ব্যবহারে স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
১৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	▪ প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ সম্পন্ন ▪ আঞ্চলিক দেশগুলির ট্যানারি কার্যক্রম সমূহ পর্যবেক্ষণে এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে (ভিয়েতনাম, ভারত ও জার্মানী) ▪ প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) এর উপর প্রশিক্ষণ ▪ ট্যানারির সক্ষমতা যাচাইয়ে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট নিড অ্যাসেসমেন্ট (CDNA) করা হয়েছে ▪ ১৩২টি ট্যানারির তথ্যসহ ট্যানারি ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে ▪ ট্যানারিতে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ট্রেনারস পুল করা হয়েছে ▪ ট্যানারিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে OSH ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা হয়েছে ▪ ট্যানারিতে পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (BLF)এর সাথে সমন্বিতভাবে পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে ▪ লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMA) এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ▪ ডাইফ পরিদর্শকদের জন্য ISO 45001: OHSMS লিড অডিটর কোর্স এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ▪ ট্যানারিতে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ▪ ট্যানারিতে ট্রেনিং দেয়ার জন্য ট্রেনিং এন্ড এডভাইজরী সার্ভিস প্রোভাইডার (TASP) কর্তৃক OSH ট্রেনিং দেয়া শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫৮ টি ট্যানারিতে সর্বমোট ১৩৯ জন (মালিক, ম্যানেজার, সুপারভাইজার, শ্রমিক) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। ▪ ট্যানারিতে Advisory Service দেয়ার জন্য ট্রেনিং এন্ড এডভাইজরী সার্ভিস প্রোভাইডার (TASP) কর্তৃক এখন পর্যন্ত একটি ট্যানারিতে পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প

০১।	প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প।
০২।	প্রকল্প পরিচালক	:	মোঃ বুলবুল আহমেদ ফোন-০২-২২৬৬৬৪২০৬, ই-মেইলঃ lims.dife@gmail.com
০৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৪।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশে সরকার।
০৫।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট	:	৩৩৬৭.৫৭ লক্ষ টাকা।
০৬।	প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১ মে, ২০২২খ্রি. হতে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫খ্রি.।
০৭।	প্রকল্পের জনবল	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রকল্প পরিচালক, উপপ্রকল্প পরিচালক ও হিসাবরক্ষক এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন পদে ০৭ (সাত) জনবলসহ সর্বমোট ১০ জনবল নিয়োজিত রয়েছে।
০৮।	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ জিওবি।
০৯।	প্রকল্পের স্থান	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
১০।	অর্থ বরাদ্দ এবং ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	:	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে খরচ হয়েছে ১৩৯৭.২০ লক্ষ যা বরাদ্দের ৮২%।
১১।	আর্থিক অগ্রগতি	:	৩০/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে ১৮১৩.৩৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ক্রমপুঞ্জিভুত আর্থিক অগ্রগতি ৫৩.৮৫%।
১২।	প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী	:	➢ শ্রমিকদের শ্রমিক সনাক্তকরণ নম্বর (LIN) ও সার্ভিস বুক ডিজিটালাইজড করণে একটি লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) এর ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি। ➢ পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন প্যানেল প্রস্তুত এবং আরএমজি, ট্যানারি, চা, শীপ ব্রেকিং, ফার্মাসিসিটিক্যালস ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের তিন লক্ষ শ্রমিককে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণ। ➢ তিন লক্ষ শ্রমিককে আইডি কার্ড প্রিন্ট ও বিতরণ।
১৩।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	➢ শ্রমিকদের শ্রমিক সনাক্তকরণ নম্বর (LIN) ও সার্ভিস বুক ডিজিটালাইজড করণে একটি লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) এর ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। ➢ বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) জাতীয় ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা হয়েছে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারের সহিত ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ➢ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন প্যানেল এবং শ্রমিকদের তথ্য ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। ➢ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক প্রচার ও শ্রমিকদের আইডি কার্ড বিতরণ করা হবে। মূল কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ৮২%।

বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS)-এর
Stakeholder Consultation সভা (২৫.০৫.২৪)

তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা

০১	প্রকল্পের নাম	তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা Social Protection for Workers in the Textile and Leather Sector
০২	প্রকল্প পরিচালক	পরবর্তিতে নির্ধারণ করা হবে
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
০৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
০৫	প্রাক্কলিত ব্যয়	৮,২৮৩ লক্ষ টাকা
০৬	প্রকল্পের মেয়াদ	১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রি.
০৭	প্রকল্পের জনবল	পরবর্তিতে নির্ধারণ করা হবে
০৮	ভৌত কাজ বাস্তবায়নাকারী	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও জিআইজেড, বাংলাদেশ
০৯	অর্থায়নের উৎস	জিআইজেড, বাংলাদেশ
১০	প্রকল্পের স্থান	ঢাকা
১১	চলতি বছরে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ : ২,০৭০ লক্ষ টাকা; জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্ত : ২,০৬৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ২,০৬৩ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৬৬%
১২	আর্থিক অগ্রগতি	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয় ২,০৬৩ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ২৪.৯০ %

১৩	প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী	▪ ইআইএস পাইলটের সফল বাস্তবায়নে অবদানের পাশাপাশি টেক্সটাইল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য মালিকপক্ষের-অর্থায়নে একটি স্থায়ী ও সম্পূর্ণ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক লিখিত সমঝোতায় পৌঁছানো। ▪ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি ডিজিটাল শ্রমিক ডাটাবেজ (শ্রমিকদের তথ্যশালা) প্রস্তুত করা যা সামাজিক বীমা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হবে। ▪ সামাজিক বিমা স্কিম বাস্তবায়নের জন্য ৪টি গবেষণা পরিচালনা করা করা।
১৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	▪ প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ সম্পন্ন ▪ ইআইএস পাইলটের কার্জক্রম চালু ▪ ইআইএস পাইলটের এমআইএস তৈরি করা হয়েছে ▪ ৬৫৬ রপ্তানিমুখি পোশাক কারখানার মাঝে ইআইএস পাইলট সংক্রান্ত সেশান নেয়া হয়েছে ▪ ইআইএস পাইলটের প্রচারের জন্য পোস্টার, লিফ্লেট, পুস্তিকা ছাপানো অ্যান্ড বিতিরণ করা হয়েছে ▪ লিমা সংক্রান্ত ৪টি প্রচারণা সেশন আয়োজন করা হয়েছে। ▪ ৫৪টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডকে ইআইএস পাইলটের অর্থায়নের জন্য চুক্তি বদ্ধ করা হয়েছে ▪ ডিজিটালাইজেশন এর উপর ৪টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ▪ অন্তর্বর্তী শ্রমিকদের তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করা হয়েছে ▪ চামড়া শিল্পের শ্রমিকদের জন্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে ▪ সামাজিক বিমার উপর একটি প্রশিক্ষণ এর পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে

দাপ্তরিক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে লিমা (https://lima.dife.gov.bd) ৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। জানুয়ারী ২০১৯ থেকে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় পরিদর্শন, লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের কাজ শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পন্ন করছে। লিমা ব্যবহারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজ হয়েছে। এই ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থাটির প্রয়োগ প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করে, তাই এটি স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতার জন্য সহায়ক। নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, যেমন- শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, নিবন্ধনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা লিমা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

১. শ্রম পরিদর্শন

লিমা ব্যবহার করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৯,২১২টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সমসংখ্যক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে লিমার মাধ্যমে ১২,৯৫৮টি সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (Corrective Action Plan বা CAP) প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।

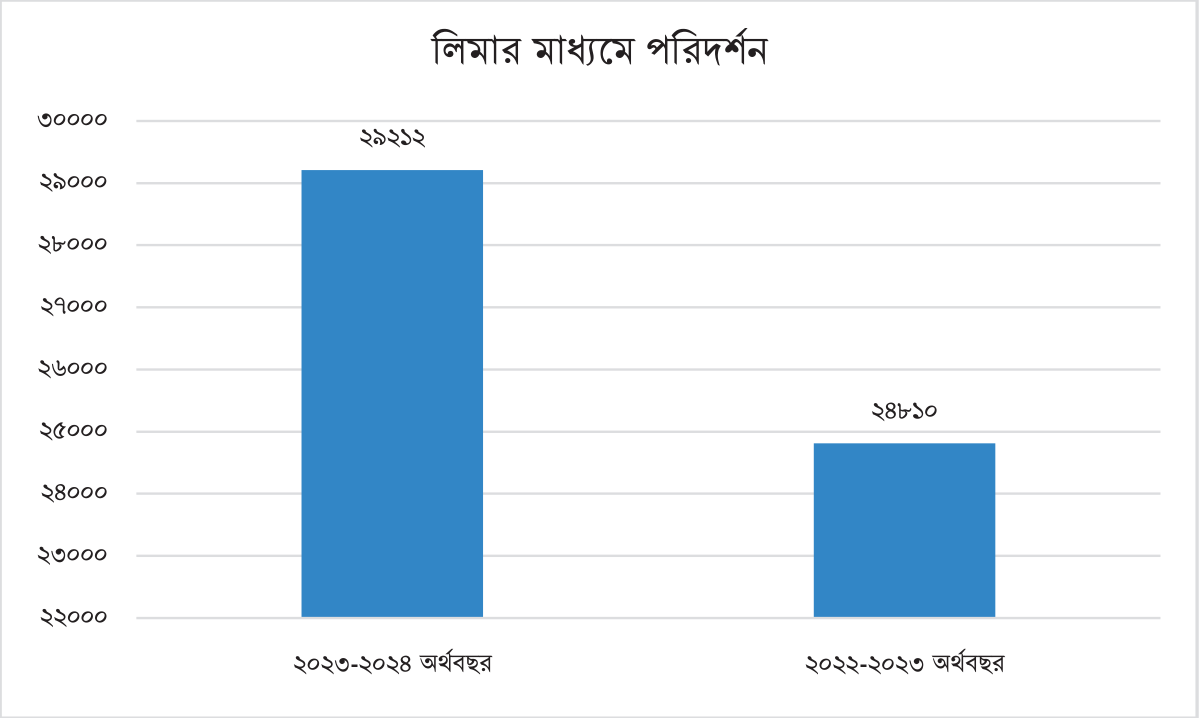

লিমার মাধ্যমে সম্পন্নকৃত পরিদর্শন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছর

২. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লে-আউট প্ল্যান, নতুন লাইসেন্সের আবেদন ও লাইসেন্স নবায়ন

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫,৮৬১টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্স লিমার মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে, ২,২১১টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন লিমার মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং ২০,৬৬৭টি লাইসেন্সের নবায়ন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে।

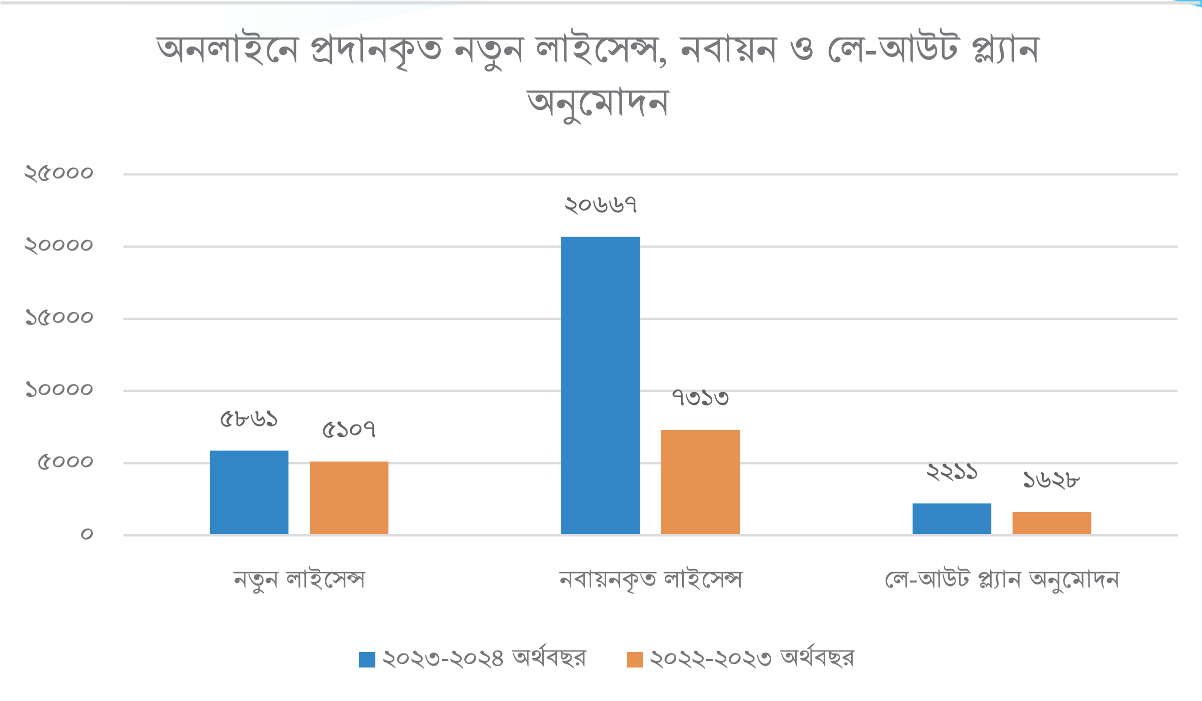

লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছর

৩. শ্রম বিষয়ক অভিযোগ

অধিদপ্তরের শ্রম বিষয়ক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭-এ ফোন করার পাশাপাশি শ্রমিকগণ লিমা অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইনে শ্রম বিষয়ক অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৮৩৫টি অভিযোগ লিমার মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

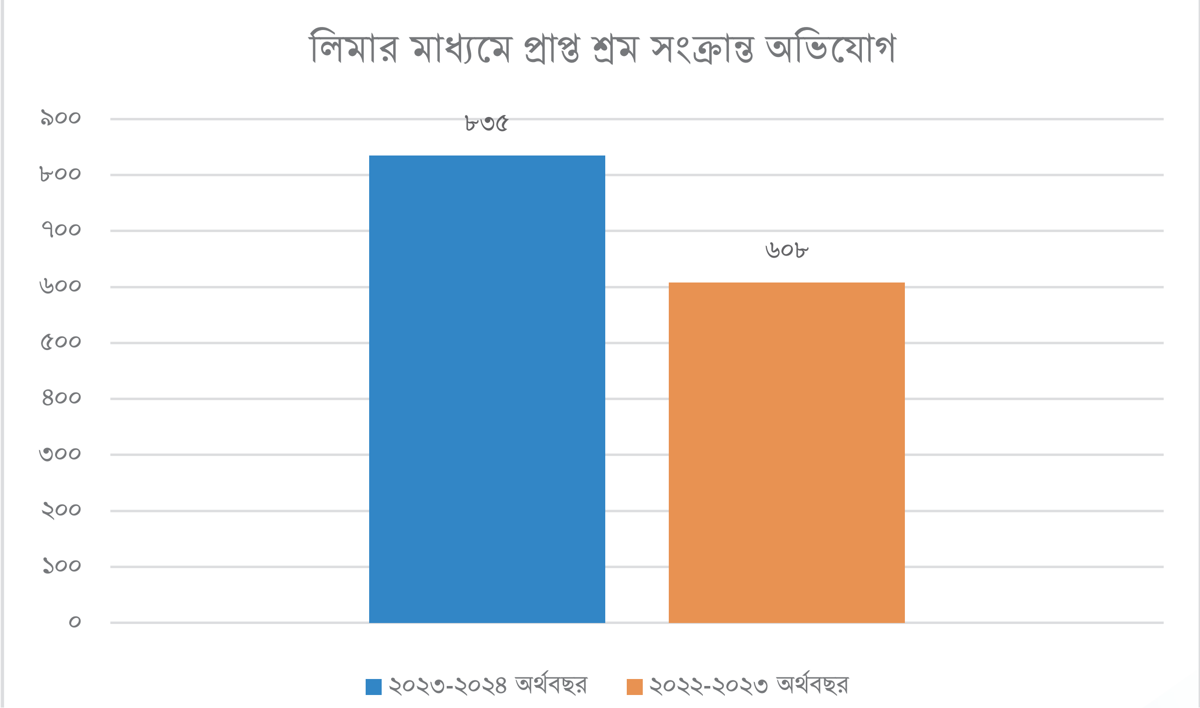

লিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছর

৪. শ্রমিকদের কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদন

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর থেকে অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভুক্ত 'শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদন' শীর্ষক নাগরিক সেবাটিকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সহজীকরণ করা হয়েছে। এ বছর থেকে অনলাইনে লিমা পোর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সমূহ তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদনের জন্য লিমার মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের প্রেরণ করতে পারবে। ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এইরূপ ৮৮টি আবেদন লিমার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ

লিমা অ্যাপ ব্যবহার করে কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অনলাইনে তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্ঘটনা বা বিপজ্জনক ঘটনার নোটিশ, দুর্ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেজিস্টার, মাসিক প্রতিবেদন, পেশাগত ও বিষক্রিয়াজনিত ব্যাধির নোটিশ এবং সেইফটি কমিটি গঠনের তথ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করতে পারেন।

➢ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS)

ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এবং শ্রম সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি এবং নিবন্ধিত শ্রমিক ও মালিকের ডাটা একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য 'বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ লক্ষের অধিক শ্রমিকদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

➢ কম্বাইন্ড ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CIAMS)

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড বা বিডার নেতৃত্বে ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানা ও শিল্প-সেক্টর সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিদর্শনের লক্ষ্যে এই সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করা হয়। সফটওয়্যারটির মাধ্যমে পূর্বে থেকেই কনফিগার করা চেকলিস্টের মাধ্যমে পরিদর্শন করা যায়, পরিদর্শন সম্পন্ন করে Corrective Action Plan (CAP) জেনারেট করা যায় এবং পরিদর্শন বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন জেনারেট করা যায়।

➢ উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনসমূহ

উল্লেখিত অ্যাপ্লিকেশনগুলো ছাড়াও অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের জন্য Case Management System, প্রধান কার্যালয়ের স্টোর ব্যবস্থাপনা এবং চাহিদাপত্র অনলাইনে প্রেরণের জন্য ইনভেন্টরি অ্যান্ড রিকুইজিশন সিস্টেম, ঠিকাদার সংস্থার (outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ, লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধনের জন্য পৃথক একটি অ্যাপ্লিকেশন, কারখানার অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্ব-উদ্যোগে যাচাইয়ের জন্য DIFE OSH e-tool চালু করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের দাপ্তরিক কাজ শতভাগ ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং প্রতিটি দপ্তরের তথ্যবাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ রাখা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় ডিজিটাল হেল্প ডেস্ক (কিয়স্ক) স্থাপন করা হয়েছে। এসকল উদ্যোগের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত প্রতিটি নাগরিক এবং অভ্যন্তরীণ সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

➢ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বমোট ০৬টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম কর্তৃক 'শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদন' শীর্ষক নাগরিক সেবাটি সহজীকরণ ও ডিজিটাইজ করা হয়। এছাড়াও, ইতোপূর্বে সহজীকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের একটি ডেটাবেজ তৈরি করে সেবাগুলো অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়।

বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য-সচিব

ক্রমিক	কমিটির/পদের নাম	আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব
০১	নৈতিকতা কমিটি	**আহ্বায়ক :** মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **সদস্য-সচিব :** সোমা রায়, উপমহাপরিদর্শক, (স্বাস্থ্য শাখা), প্রধান কার্যালয়।
০২	ইনোভেশন টিম	**আহ্বায়ক :** অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **সদস্য-সচিব :** সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়।
০৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	**আহ্বায়ক :** মোঃ বুলবুল আহমেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা), প্রধান কার্যালয়। **ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা :** মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়।
০৪	শুদ্ধাচার কমিটি	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা :** সোমা রায়, উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা), প্রধান কার্যালয়। বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা : ইফফাত আরা, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), প্রধান কার্যালয়।
০৫	এসডিজি (SDG) কমিটি	**আহ্বায়ক :** মোঃ মতিউর রহমান,যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা), প্রধান কার্যালয়। **সদস্য-সচিব :** মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়।
০৬	তথ্য অধিকার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা)	**আপীল কর্মকর্তা :** মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :** মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :** মোঃ কোরবান আলী, গ্রন্থাগারিক, প্রধান কার্যালয়। **উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :** স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৭	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা	**আপীল কর্মকর্তা :** কবির আল আসাদ, যুগ্মসচিব (সংস্থাপন অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। **প্রধান কার্যালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা :** মোঃ মতিউর রহমান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা :** মোঃ কোরবান আলী, গ্রন্থাগারিক, প্রধান কার্যালয়। **উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা :** স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৮	প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা	মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
০৯	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি	**আহ্বায়ক :** মোঃ বুলবুল আহমেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা), প্রধান কার্যালয়। **সদস্য-সচিব :** মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১০	নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে "Complaint Committe"	**আহ্বায়ক :** মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন, যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য অধিশাখা), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **সদস্য-সচিব :** তাম্মিন হক, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
১১	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুতকরণ কমিটি	**আহবায়ক :** মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়। **সদস্য সচিব :** আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়।
১২	স্টোর ব্যবস্থাপনা কমিটি	**আহবায়ক :** আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়। **সদস্য সচিব :** সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়।
১৩	মালামাল সংরক্ষণ, বিতরণ ও গুণগতমান যাচাইকরণ কমিটি	**আহবায়ক :** মোঃ হাসিবুজ্জামান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা), প্রধান কার্যালয়। **সদস্য সচিব :** আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ক্রমিক	বিষয়	কর্মঘণ্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	০২	০৫	০৬
১.	পেনশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
২.	অডিট আপত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
৩.	শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
৪.	ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	৪০ জন
৫.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
৬.	সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
৭.	Job Description বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১ম ব্যাচ	১ দিন	৩০ জন
৮.	Job Description বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২য় ব্যাচ	১ দিন	৩০ জন
৯.	Job Description বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৩য় ব্যাচ	১ দিন	৩০ জন
১০.	মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ এপিএ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	২৫ জন
১১.	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণের নিমিত্ত কর্মশালা	১ দিন	৩৫ জন
১২.	ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	৩০ জন
১৩.	আউটসোর্সিং লাইসেন্স সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩১ জন
১৪.	বিভিন্ন ক্রয় পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	১ দিন	৩২ জন
১৫.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
১৬.	আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	১ দিন	৩৫ জন
১৭.	বিভিন্ন ক্রয় পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	১ দিন	৩২ জন
১৮.	আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	১ দিন	২৫ জন
১৯.	আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (৩য় ব্যাচ)	১ দিন	২৬ জন
২০.	আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (৪র্থ ব্যাচ)	১ দিন	২৬ জন
২১.	মামলা ও মনিটরিং সফটওয়্যার বিষয় প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	১ দিন	৩২ জন
২২.	মামলা ও মনিটরিং সফটওয়্যার বিষয় প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	১ দিন	৩২ জন
২৩.	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা	১ দিন	৩৫ জন
২৪.	জেন্ডার রোডম্যাপ বিষয়ক কর্মশালায়	১ দিন	৩৫ জন
২৫.	শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	৩৫ জন
২৬.	চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	১ দিন	২৮ জন
২৭.	লিমা সফটওয়্যারে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও রিপোর্টিং বিষয়ক দিনব্যাপী অনলাইনে প্রশিক্ষণ	১ দিন	৫৮ জন
২৮.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
২৯.	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
৩০.	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ শীর্ষক কর্মশালা	১ দিন	৩০ জন

ক্রমিক	বিষয়	কর্মঘণ্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	০২	০৫	০৬
৩১.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
৩২.	গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২৩ প্রতিপালন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	১ দিন	২৪ জন
৩৩.	গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২৩ প্রতিপালন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	১ দিন	৪৪ জন
৩৪.	গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২৩ প্রতিপালন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (৩য় ব্যাচ)	১ দিন	২৫ জন
৩৫.	গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২৩ প্রতিপালন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (৪র্থ ব্যাচ)	১ দিন	২৮ জন
৩৬.	প্রকল্প পরিকল্পনা (Project Planning) শীর্ষক কর্মশালা	১ দিন	৩০ জন
৩৭	Construction Safety শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ দিন	২৩ জন
৩৮	সিটিজেন চার্টার বিষয়ক কর্মশালা	১দিন	৬০ জন
৩৯	২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ পেনশন কেইস নিষ্পত্তি সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
৪০	ibass++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	১০ জন
৪১	মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়ন শীর্ষক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ	১ দিন	৬১ জন
৪২	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	১ দিন	২৪ জন
৪৩	খসড়া নিয়োগ বিধিমালা এর উপর মতামত গ্রহণ বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	৫০ জন
৪৪.	২০২৪-২৫ অর্থবছরের অচঅ খসড়া প্রস্তুত বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	২৫ জন
৪৫.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে পেশাগত জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়-এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী কর্মশালা	২ দিন	২৭ জন
		২ দিন	২০ জন
		২ দিন	২০ জন
		২ দিন	২০ জন
৪৬.	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ শীর্ষক কর্মশালা	২ দিন	৩০ জন
সর্বমোট		**৪৬ দিন**	**১৪৭৭ জন দিবস**

প্রধান কার্যালয়ের একটি ইনহাউজ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ (৩১.০৭.২৩)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪ পালন

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৮ এপ্রিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' উদযাপন করা হয়। এর পর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালিত হচ্ছে। ২০২৪ সালেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে দিবসটি পালন করা হয়। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ।' কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই দিবসে ঢাকাসহ দেশের সকল শ্রমঘন এলাকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দিবসটিতে আলোচনা সভা, স্মরণিকা প্রকাশ, পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ট্রাক শো, পোস্টারিংসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে
দর্শক-শ্রোতা ও অতিথিবৃন্দের একাংশ (২৮.০৪.২০২৪)

টাঙ্গাইলে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪ উদযাপন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল কর্তৃক ২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসন, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সেইফটি কমিটি মেম্বার, বিভিন্ন কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিয়ে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আলোচনা সভা, র‍্যালি, ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো এবং প্রচারনার আয়োজন করা হয়।

টাঙ্গাইলে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে র‍্যালি

মানিকগঞ্জে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪ পালন

প্রতি বছরের ২৮ এপ্রিল কর্মস্থলে নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য এবং সম্মানজনক কর্মপরিবেশ আনয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে আই. এল.ও. বিশ্বব্যাপী জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন করে আসছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ দিবসটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ৯ম বারের মতো সারাদেশে দিবসটি পালিত হয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ।' দিবসটি উপলক্ষে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সমগ্র কার্যালয়ে ব্যানার, পোস্টার সাঁটানো হয়। দিবসটির তাৎপর্য কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কারখানায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের পোস্টার বিতরণ করা হয়।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষে র‍্যালী

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গৃহীত “২০৩০ এজেন্ডা” এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোড়দার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।

অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের বড় চ্যালেঞ্জ। এটি হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যেমন : দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট-৮ বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করছে। এই ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের বিষয় বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এমন হতাহতের ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ফ্যাটাল বা নন-ফ্যাটাল দুর্ঘটনার হার কমেছে। ২০১৫ সালে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮২টি ও ২৪৬টি। ২০২৩ সালে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৭টি ও ৭৬টি। পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় ফ্যাটাল বা নন-ফ্যাটাল দুর্ঘটনার হার কমেছে।

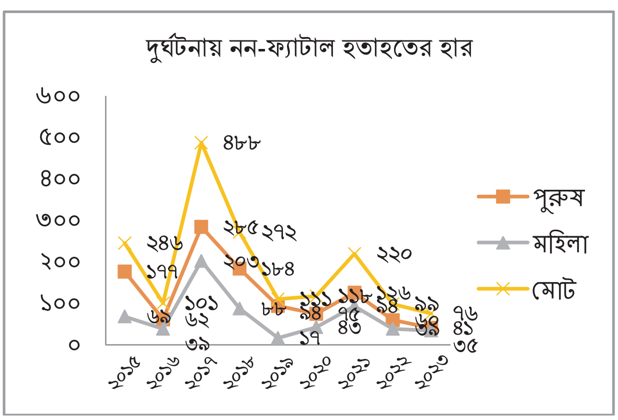

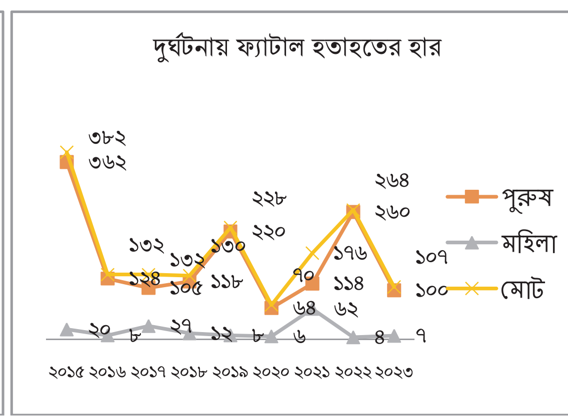

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম সূচক-লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল ঘটনার হার কমাতে হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার হ্রাসের বিকল্প নেই। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার তথা হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। এজন্য প্রয়োজন সরকার, মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনা হার হ্রাস করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে এবং শ্রমখাতসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত করবে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ অনুসারে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। এই বিধান বাস্তবায়ন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ :

প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবি, কর্মস্থল	দায়িত্ব
০১	মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০২	মোঃ কোরবান আলী, গ্রন্থাগারিক, প্রধান কার্যালয়	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০৩	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	আপীল কর্তৃপক্ষ

অধিদপ্তরের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব
০১	স্ব স্ব উপমহাপরিদর্শক (৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০২	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	আপীল কর্তৃপক্ষ

তথ্য অধিকার বিষয়ক আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি :

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৩৬টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল আবেদন বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

NOSHTRI'র সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমিকা

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হতে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হতে চলেছে যেখানে তৈরি পোশাক শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এই রূপান্তরের ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে নানা রকম ঝুঁকি, দুর্ঘটনার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নতুন গুরুত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ উপলব্ধি থেকে সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালায় দেশের সামগ্রিক কর্মপরিবেশ উন্নয়নের তথা বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে যুগপোযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বিষয়ক নির্দেশনা ছিল।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৮ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)** স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৮ সালে কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

অবকাঠামো

প্রতিষ্ঠানটিতে ৪ তলা বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবন, ৬ তলা বিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও ৬ তলা বিশিষ্ট ১টি মহিলা হোস্টেল রয়েছে। এছাড়া টিচার্স কোয়ার্টার, ব্যাচেলর কোয়ার্টার, প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবাসিক বাংলো, ইন্সপেকশন বাংলো, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার ও স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। একাডেমিক ভবনে GIZ এর সহযোগীতায় অত্যাধুনিক ক্লাস রুম ও বিভিন্ন প্রকার গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাগার গুলোর মধ্যে রয়েছে বায়ু ও পানি পরীক্ষার ল্যাব, আলো ও শব্দ পরিমাপক ল্যাব, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) প্রদর্শন ল্যাব, বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ল্যাব, অগ্নি ও নির্মাণ নিরাপত্তা বিষয়ক ভার্চয়াল রিয়েলিটি ল্যাব।

জনবল

বর্তমানে ইনস্টিটিউটটিতে রাজস্বখাতে ১৩ জন জনবলের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে যেখানে ১ জন যুগ্মমহাপরিদর্শক প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি ৪ জন উপমহাপরিদর্শক, ৪ জন সহকারী মহাপরিদর্শক ও ৪ জন শ্রম পরিদর্শক রয়েছে। এছাড়া আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১৫ জন আনসার এবং কেয়ারটেকার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লামবার, জেনারেটর অপারেটর, পাম্প অপারেটর, বাবুর্চি, গার্ডেনার, ক্লিনার, সহকারী বাবুর্চি, লিফটম্যান, ল্যাব এটেনডেন্ট, হোস্টেল এটেনডেন্ট পদসমূহে মোট ৪৩ জন জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। রাজস্বখাতে আরও প্রয়োজনী জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রমও চলমান আছে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠানটিতে মূলত তিন ধরনের কাজ করা হবে; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ প্রদান। ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী ৪২টি কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়াল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের (মালিক, শ্রমিক, সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সেক্টরভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন) সাথে আলোচনা এবং ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট (TNA) সম্পাদনপূর্বক কোর্স কারিকুলামসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ইন্সটিটিউটে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হবে। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত ব্যাধি, অগ্নি নিরাপত্তা, রাসায়নিক নিরাপত্তা, বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, মেশিন নিরাপত্তা, উত্তোলক যন্ত্রসমূহের নিরাপত্তা, PPE বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি ইন্সটিটিউট হতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হবে। ইন্সটিটিউটে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে নিম্নের প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়েছে :

টেবিল : NOSHTRI'র মাধ্যমে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণসমূহ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	মেয়াদ	সময়
১	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স	৩ সপ্তাহ	জুন ২০২৩
২	রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT)	৩ দিন	আগস্ট ২০২৩
৩	ঠিকাদার সংস্থার কমপ্লায়েন্স বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স	২ দিন	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৪	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, পেশাগত ব্যাধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT)	৩ দিন	৭-৯ জুন ২০২৪
৫	কারখানা কর্তৃপক্ষের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, পেশাগত ব্যাধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২ দিন	৭-৮ জুন ২০২৪
৬	সেইফটি কমিটির সদস্যদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, পেশাগত ব্যাধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২ দিন	৭-৮ জুন ২০২৪
৭	নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক কোর্স	১ দিন	জুন ২০২৪

NOSHTRI কর্তৃক পরিচালিত OSH বিষয়ক তিন সপ্তাহের সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ (১১.০৭.২৩)

ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

No.	Subject	Target Group	Duration
1	Labour Inspection & LIMA	DIFE's Inspector	5 days
2	OHS Related Act & Rules	New Inspector	5 days
3	Basic Workplace Health and Safety Management	Safety Committee and Mid-Level Management	2 days
4	Basic First Aid	First Aider from different industries	2 days
5	3 Weeks Certificate Course on Occupational Safety & Health	Employers/Employees from any Factories & Establishments and Government officials	3 weeks
6	Occupational Disease Identification & Management	Inspector/Workers, employes	2 days
7	Basic Chemical Safety	Inspector/Workers, employes	2 days
8	Basic Accident Prevention	Inspector/Workers, employes	2 days
9	Basic Ergonomics	Inspector/Workers, employes	2 days
10	Basic Machinery Safety	Inspector/Workers, employes	2 days
11	Basic Boiler Safety	Inspector/Workers, employes	2 days
12	Basic Construction Safety	Inspector/Workers, employes/ REHAN/ INSAB	2 days
13	Crane and other Lifting Machinery Safety	Inspector/Operator	2 days
14	Labour-friendly Dialogue	Inspectors/Safety Committee's Member	2 days
15	Safety Committee: Role & Activity	Inspectors/Safety Committee's Member	2 days

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রোডম্যাপ রিভিউ বিষয়ক এবং upcoming program বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন এবং ILO Roadmap এবং EU Action Plan for Bangladesh labour Sector এর সাথে সমন্বয়করণ।
- লিমা রিভিউ ওয়ার্কশপ অংশগ্রহণ ও RTM-কে Functional করার জন্য কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৪ উদযাপনে ও ক্যাম্পইন বিষয়ক সহযোগিতা প্রদান।
- NOSHTRI এর আওতায় ১৫ দিন ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- আন্তর্জাতিক শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- ILO Convention এর বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সভা।
- National Monitoring team for Child labour-এর সদস্যদের exposure visit in Thakurgoan এবং সভা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম :

- বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে সহযোগিতার তৃতীয় ধাপের কার্যক্রম পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয়েছে। প্রকল্পের তৃতীয় ধাপকে সামনে রেখে মেশিনারি সেইফটি, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, রাসায়নিক নিরাপত্তা, নির্মাণখাতের নিরাপত্তা, আরগোনোমিক্স, বয়লার এবং প্রেসার ভেসেল, শ্রমবান্ধব ডায়লগ এবং ক্রেন ও অন্যান্য উত্তোলক যন্ত্র সম্পর্কিত ৮টি OSH টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- এই ৮টি OSH টিমের মধ্যে ৭টি টিম তাদের পরিদর্শন নির্দেশিকা তৈরি করেছে।
- প্রকল্পের Timebound Action Plan অনুযায়ী উক্ত ৮টি টিমের Master Training ডেনমার্কের সহযোগীতায় সম্পন্ন হয়েছে।
- ডেনমার্ক DIFE এর সাথে Machine Operator এবং Manager-দের জন্য NOSHTRI কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদানে অবদান রেখেছে।
- ডেনমার্কের সহায়তায় NOSHTRI-এর জন্য Strategy তৈরি করতে একটি strategy seminar পরিচালিত হয়েছিল। এটি 'ডেনিশ ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর দ্য ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টের (NFA)'-এর পরিচালক স্টিফেন বোহিনি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সেমিনারটি DIFE-কে OSH সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করেছে। অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ILO, NIPSOM, ICCDRB, BILS, SRS, OSHE Foundation এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ অ্যান্ড সায়েন্সেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
- উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে DIFE টু DIFE প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে NOHSTRI রাজশাহীতে শুরু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেমিক্যাল এবং মেশিনারি সেইফটি-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল ট্রেইনিং কার্যক্রম বিভিন্ন মেয়াদে সম্পন্ন করা হবে।
- উল্লেখ্য, ডেনমার্ক প্রকল্পের সহযোগিতায় আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মেয়াদে একটি Study tour আয়োজন করা হবে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen`s Charter)

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন : নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনমান।

মিশন :

শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন;
কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ :

২.১) নাগরিক সেবা

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন	(ক) কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু-প্রিন্টে দুই প্রস্ত নকশা বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-৩২৬ এবং বাংলাদেশশ্রমবিধিমালার বিধি-৩৫৩অনুযায়ী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক-এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরপাসপোর্টের কপি) ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫। স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নকশা অনুমোদন কমিটি/নকশা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা। ৯। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ	বিনামূল্যে	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।			
২	কারখানার লে-আউট প্ল্যান সম্প্রসারণ	(ক) কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই প্রস্ত নকশা বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৩২৬ এবং বাংলাদেশশ্রমবিধিমালার বিধি-৩৫৩অনুযায়ী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক-এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরপাসপোর্টের কপি) ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫। স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নকশা অনুমোদন কমিটি/নকশা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা। ৯। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।	বিনামূল্যে	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক
৩	কারখানার লে-আউট প্ল্যান সংশোধন	(ক) কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই প্রস্ত নকশা বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৩২৬ এবং বাংলাদেশশ্রমবিধিমালার বিধি-৩৫৩অনুযায়ী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্'াপক-এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্'াপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরপাসপোর্টের কপি) ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫। স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্'া কর্তৃক	বিনামূল্যে	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। (খ)যঃঃঢ়://ষরসধ.ফরভব.মড়া.নফ/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্'ার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্'া কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নকশা অনুমোদন কমিটি/নকশা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা। ৯। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিসআদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।			
৪	কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স প্রদান	(ক) কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৩২৬ এবং বাংলাদেশশ্রমবিধিমালার বিধি-৩৫৩ ও বিধি-৩৫৪ অনুযায়ী নির্ধারিত (কারখানার ক্ষেত্রে ফরম-৭৬ও ফরম-৭৭ এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফরম-৭৭)পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখান/ প্রতিষ্ঠান/দোকানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে উপমহাপরিদর্শক কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/দোকানের রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক-এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাসপোর্টের কপি) ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের হার্ড/সফট কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (জেলা কমিটি/উপজেলা কমিটি) কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি(ব্যাংক কপি/ই-চালান। ৯। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা।	নতুন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান কর্তৃপক্ষ ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেকট্রনিক পে এর মাধ্যমে (যেমন LIMA তে আবেদনের ক্ষেত্রে Ekpay) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এ বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			১০। ফায়ার লাইসেন্স ১১। পরিবেশ লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১২। বয়লার লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১৩। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।	করবেন।		
৫	কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স নবায়ন	(ক) কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজ পত্রের আলোকে উপমহাপরিদর্শক কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকানের লাইসেন্স নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক-এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাসপোর্টের কপি) ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি (ব্যাংক চালান কপি/ই-চালান)। ৭। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা। ৯। ফায়ার লাইসেন্স ১০। পরিবেশ লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১১। বয়লার লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১২। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।	লাইসেন্স নবায়নের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/ দোকান কর্তৃপক্ষ ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেকট্রনিক পে এর মাধ্যমে (যেমন LIMA তে আবেদনের ক্ষেত্রে Ekpay) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এ বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স নবায়ন ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান করবেন।	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক
৬	কারখানা/প্রতিষ্ঠান/ দোকানের লাইসেন্স সংশোধন (নাম/ঠিকানা/মালিকানা/ ক্যাটাগরি/ধরন ইত্যাদি)	ক) কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত	১। মূল লাইসেন্সের কপি ২। ট্রেড লাইসেন্সের কপি ৩। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৪। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক-এর জাতীয়	১। লাইসেন্স সংশোধন (নাম/ঠিকানা/মালিকানা/ ধরন ইত্যাদি)-এর জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/ দোকান কর্তৃপক্ষ ১-	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		পরিদর্শক কারখান/প্রতিষ্ঠান/দোকানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে উপমহাপরিদর্শক কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	পরিচয়পত্রের কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরপাসপোর্টের কপি) ৫। বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের হার্ড/সফট কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নকশা অনুমোদন কমিটি/নকশা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা। ৯। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি(ব্যাংক কপি/ই-চালান। ১০। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা। ১১। ফায়ার লাইসেন্স ১২। পরিবেশ লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১৩। বয়লার লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১৪। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।	৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেক্ট্রনিক পে এর মাধ্যমে (যেমন LIMA তে আবেদনের ক্ষেত্রে Ekpay) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এ বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স সংশোধন ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স সংশোধন ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান করবেন। ২। লাইসেন্স এর ক্যাটাগরি পরিবর্তনের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান কর্তৃপক্ষ ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেক্ট্রনিক পে এর মাধ্যমে (যেমন LIMA তে আবেদনের ক্ষেত্রে Ekpay) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এ		

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
				বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ ক্যাটাগরিতে উত্তরণ ফি ও লাইসেন্স সংশোধন ফি প্রদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স এর ক্যাটাগরি উত্তরণ ফি ও লাইসেন্স সংশোধন ফি'র ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান করবেন।		
৭	ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান	ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন। ২। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের তথ্যাবলী যাচাই করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্স আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর করবেন। ৩। আবেদন মঞ্জুর করা হলে, মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা চালান কোডে নির্ধারিত লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করবেন। ৪। ফরম-৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন। ৫। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার বিধি-৩৫৫ (৩) অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর	১। মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র (অগ্রণীপত্র) (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ২। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম-৭৭ (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ৩। আবেদনকারীর ০৫ (পাঁচ) কপি ছবি (সত্যায়িত) ৪। আবেদনকারীর নাগরিক সনদপত্র (সত্যায়িত) ৫। মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক-এর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক বিদেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি) ৬। হালনাগাদকৃত আবেদনকারীর জনবল সরবরাহের ট্রেড লাইসেন্স (সত্যায়িত) ৭। আবেদনকারীর জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট (সত্যায়িত) ৮। আবেদনকারীর জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মূল্যসংযোজন কর (VAT) সার্টিফিকেট (সত্যায়িত)	ঠিকাদার সংস্থার কর্তৃপক্ষ ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেকট্রনিক পে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এর (৬) এবর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান করবেন।	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.general@dife.gov.bd

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		আবেদন করতে হবে।	৯। আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসেবে ব্যাংকের সনদপত্র (ব্যাংক সলভেন্সি) ১০। সত্যায়িত মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (সত্যায়িত) ১১। ঠিকানা ও আবস্থানসহ অফিস ব্যবস্থাপনার বিবরণ (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ১২। যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি (ফ্যাক্স, মোবাইল, ফোন, ইন্টারনেট, একটিভ ই-মেইল, ওয়েবসাইট) ইত্যাদির বিবরণ (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ১৩। নিজস্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা/ সক্ষম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিপত্র (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ১৪। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ফরম-৫ এ সরবরাহকৃত জনবলের তালিকা (চুক্তিপত্রসহ) (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ১৫। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ফরম ৩৮ মোতাবেক বেতন বিবরণী ১৬। কর্মীনিয়োগ বিধিমালা (৩ কপি) (মালিকের স্বাক্ষর ও সিলসহ) ১৭। হালনাগাদকৃত অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র/মালিকানা স্বত্ব (সত্যায়িত) ১৮। ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে (নমুনা কপি) অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোড (নমুনা কপি) এ অথবা অথবা ইলেক্ট্রনিক পে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এর (৬) এ বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স ফি'র			

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদানপূর্বক চালানসমূহের মূল কপি ১৯। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল ৭(৬) অনুযায়ী নির্ধারিত লাইসেন্স ফি-এর উপর ১৫% মূল্য সংযোজন কর (VAT) সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের মূলকপি দাখিল। ২০। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল ৭(৬) অনুযায়ী জামানতের অর্থ 'ঠিকাদার সংস্থা' জামানত তহবিল বরাবর জমা প্রদান। ২১। ফরম-৮ অনুযায়ী সকল কর্মীর (সরবরাহকৃত ও নিজস্ব কর্মী) তথ্য ২২। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।			
৮	ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স নবায়ন	ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন। ২। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার বিধি-৩৫৫ (২) মোতাবেক প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ যে তারিখে মঞ্জুর করা হবে সেই তারিখ হতে এক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বিধি-৩৫৫ (৩) মোতাবেক লাইসেন্স নবায়নের জন্য নির্ধারিত নবায়ন ফি প্রদানপূর্বক মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম-৭৭ সহ মহাপরিদর্শকের নিকট আবেদন করতে হবে।	১। মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র (অগ্রণীপত্র) (মালিকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সিলসহ) ২। যথাযথভাবে পূরণকৃত ৭৭ নং ফরম (মালিকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সিলসহ) ৩। হালনাগাদকৃত ট্রেডলাইসেন্সের কপি (সত্যায়িত) ৪। হালনাগাদকৃত আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসেবে ব্যাংকের সনদপত্র (ব্যাংক সলভেন্সি) ৫। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর ফরম-৫ এ সরবরাহকৃত জনবলের তালিকা (চুক্তিপত্রসহ) (মালিকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সিলসহ) ৬। ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা	ঠিকাদার সংস্থার কর্তৃপক্ষ ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ খাতে অথবা 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেকট্রনিক পে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এর (৬) এবর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স নবায়ন	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.general@dife.gov.bd

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		বিধি-৩৫৫ (৬) এর উপবিধি-(৩) অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নবায়নের নির্ধারিত ফি-এর উপর ২৫% বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নবায়ন আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে নবায়নের নির্ধারিত ফি-এর উপর ৫০% বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের ছয় মাস পর আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে নবায়ন ফি'র সমপরিমাণ বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে। ৩। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের তথ্যাবলী যাচাই করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্স আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর করবেন। ৪। আবেদন মঞ্জুর করা হলে, মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করবেন। ৫। ফরম-৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন। ৬। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৩৫৫ (৩) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।	'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে অথবা অথবা ইলেকট্রনিক পে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর তফসিল-৭ এর (৬) এ বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে লাইসেন্স নবায়ন ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদানপূর্বক চালানসমূহের মূল কপি ৮। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল ৭(৬) অনুযায়ী নির্ধারিত লাইসেন্স ফি-এর উপর ১৫% মূল্য সংযোজন কর (VAT) সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্যাট কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের মূলকপি দাখিল। ৯। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল ৭(৬) অনুযায়ী জামানতের অর্থ 'ঠিকাদার সংস্থা' জামানত তহবিল বরাবর জমা প্রদান। ১০। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর বিধি-১৭(১) মোতাবেক লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে কর্মীসামাজিক নিরাপত্তা তহবিল শুরু করতে হবে, যেকোন তফসিলি ব্যাংকে হিসাব চালুপূর্বক নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান করে, জমাকৃত অর্থের বিবরণ (সকল নতুন নিয়োগকৃত কর্মীর এক মাসের সমপরিমাণ মূল মজুরি, পরবর্তী বছর হতে ঐ কর্মীদের মূল মজুরির উপর ১৫% হারে ফি প্রদান করতে হবে) এবং উক্ত ব্যাংক হিসাবের স্টেটমেন্ট জমা প্রদান (মালিকের স্বাক্ষরসহ)। কোন প্রতিষ্ঠানে গ্রাচুইটি স্কিম চালু থাকলে বিশেষ নিরাপত্তা তহবিলের প্রয়োজন নেই।	ফি'র উপর ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান করবেন।		

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			১১। কর্মী সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল হিসাবের সিগনেটরি এবং একাউন্ট হোল্ডার কারা কারা সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা হতে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। ১২। ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স-এর মূলকপি। ১৬। হালনাগাদকৃত অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র/মালিকানা স্বত্ব (সত্যায়িত) ১৭। ফরম-৮ অনুযায়ী সকল কর্মীর (সরবরাহকৃত ও নিজস্ব কর্মী) তথ্য ১৮। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।			
৯	কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন	কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফরম-১,ফরম-২ ও ফরম-২(ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করে খসড়া চাকুরি বিধিমালা মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন। মহাপরিদর্শক বিধি ৪ অনুসরণপূর্বক চাকুরিবিধি অনুমোদন করবেন।	১। মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র (অগ্রণীপত্র) (মালিকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সিলসহ) ২। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম-১,ফরম-২ ও ফরম-২(ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (মালিকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সিলসহ) ৩। পাঁচ কপি খসড়া চাকুরিবিধি। ৪। চাকরিবিধি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য তার তালিকাসহ ঘোষণা ৫। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশ অনুযায়ী চাহিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।	বিনামূল্যে	১৬৫ (একশত পঁয়ষট্টি) দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.general@dife.gov.bd

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	শ্রম বিষয়ক লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি	(ক) মহাপরিদর্শক/সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক বরাবর লিখিতভাবে শ্রম বিষয়ক অভিযোগ দাখিল করবেন। (খ)https://lima.dife.gov.bd/complaint-এর মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। (গ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	লিখিত আবেদনপত্র। আবেদনপত্রে অভিযোগকারীর নাম, পদবি, সেকশন, আইডি কার্ড নম্বর, মোবাইল নম্বর কারখানার নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.general@dife.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১১	হেল্পলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি	(ক) শ্রমিক/ সংশ্লিষ্ট কেউ ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করবেন। (খ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	অভিযোগ করার সময় অভিযোগকারীর নাম, পদবি, সেকশন, আইডি কার্ড নম্বর, মোবাইল নম্বর কারখানার নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে বলতে হবে।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল:jig.general@dife.gov.bd
১২	দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	(ক) কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটলে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৭, ২৭ (খ) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবেন। (খ) কারখানা পরিদর্শকগণ প্রাপ্ত নোটিশ মারফত অথবা অন্য কোন মাধ্যমে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্ত করবেন। তদন্তকালে পরিদর্শকগণ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়ী চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা	(ক) বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৭ ও ফরম-২৭ (খ) (খ) প্রযোজ্য নয়।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক ও ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষে সেবা প্রদান করা হয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.safety@dife.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।				
১৩	দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্তকালে পরিদর্শকগণ আহত ও নিহত শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য, শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে শ্রম আইন অনুযায়ী আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয় এবং শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (খ)দুর্ঘটনার তথ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন ফরম নং-২৮ অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রদান করবেন।	(ক) প্রযোজ্য নয় (খ) বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৮ বিনামূল্যে	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক
১৪	শ্রমিকের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদন	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কাজ শুরুর ৩০ কার্যদিবস পূর্বে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক যথাযথ ফরমে শ্রমিকের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদনের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	কিশোর শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-১৬ এবং প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-৩৭, ৩৭(ক) এবং ৩৭(খ) মোতাবেক।	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক
১৫	কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ ও ডিজাইন রিভিউ	মহাপরিদর্শক কর্তৃক ঘোষিত কর্তৃপক্ষ	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৩০ (সাত) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটিঅধিশাখা) ফোন:০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.safety@dife.gov.bd

২.২) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	(১) সাদা কাগজে আবেদনপত্র; (২) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন (গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে); এবং (৩) সার্ভিস বহি থেকে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র (নন গেজেটেড কর্মচারীদেরক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান: প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০৬ ইমেইল: jig.admin@ dife.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক
২	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	(১) সাদা কাগজে আবেদনপত্র (২) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন (গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে); (৩) সার্ভিস বহি থেকে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন (নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে); এবং (৪) মূলবেতনের প্রত্যয়নপত্র (নন-গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান: প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০৬ ইমেইল: jig.admin@ dife.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক
৩	পেনশন নিষ্পত্তি	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) সরকারি আদেশ জারি।	(ক) কর্মচারীর নিজের অবসরগ্রহণের ক্ষেত্রে: ১। পেনশন আবেদন ফরম ২.১ (সংযোজনী-৪)- ১কপি ২। নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সার্ভিস বুক/গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ৩ বৎসরের চাকরির বিবরণী/এলপিসি - ১কপি ৩। অবসর ও পিআরএল-এ গমনের মঞ্জুরি পত্র- ১কপি ৪। প্রত্যাশিত শেষ বেতনপত্র/ শেষ বেতনপত্র- ১কপি ৫। সত্যায়িত ছবি- ৪কপি	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০৬ ইমেইল: jig.admin@ dife.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			৬। জাতীয় পরিচয়পত্র- ১কপি ৭। চাকরি স্থায়ীকরণের/নিয়মিতকরণের আদেশ (উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত, আত্তীকরণের মাধ্যমে যোগদানকৃত, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)- ১কপি ৮। প্রাপ্তব্য পেনশনের বৈধ উত্তরাধিকার ঘোষনাপত্র (সংযোজনী-২)- ৩কপি ৯। নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ (সংযোজনী-৬)- ৩কপি ১০। না-দাবী প্রত্যয়নপত্র (সংযোজনী-৮)- ১কপি (খ) পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে: (১)পেনশন মঞ্জুরির পূর্বেই সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু হইলে : ১. পারিবারিক পেনশন আবেদন ফরম ২.২ (সংযোজনী-৫)- ১ কপি ২. নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সার্ভিস বুক/গেজেটেড কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ৩ বৎসরের চাকরির বিবরণী-১কপি ৩. অবসর ও পিআরএল-এ গমনের মঞ্জুরিপত্র- ১কপি ৪. প্রত্যাশিত শেষ বেতনপত্র- ১কপি ৫. সত্যায়িত ছবি (স্বামী/স্ত্রী/উত্তরাধিকারীগণের)- ৪কপি ৬. জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন (উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের বয়স ১৮ বৎসরের নিচে হইলে জন্ম সনদ এবং বয়স ১৮ বৎসরের উপরে হইলে জাতীয় পরিচয়পত্র)- ১কপি ৭.উত্তরাধিকার সনদপত্র ও ননম্যারিজ সার্টিফিকেট (সংযোজনী-৩)- ৩কপি ৮. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ (সংযোজনী-৬)- ৩কপি ৯.অভিভাবক মনোনয়ন এবং অবসর ভাতা ও আনুতোষিক উত্তোলন করিবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ সনদ (সংযোজনী-৭)- ৩কপি			উপমহাপরিদর্শক

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			১০. চিকিৎসক/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুসনদপত্র- ১কপি ১১.না-দাবী প্রত্যয়নপত্র (সংযোজনী-৮)- ১কপি ১২. চাকরি স্থায়ীকরণের/নিয়মিতকরণের আদেশ (উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত, আত্তীকরণের মাধ্যমে যোগদানকৃত, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)- ১কপি ১৩. প্রতিবন্ধী সন্তানের (যদি থাকে) নিবন্ধন, পরিচয়পত্র মেডিকেল বোর্ডের সনদপত্র- ৩কপি (২) অবসর ভাতা ভোগরত অবস্থায় পেনশনভোগীর মৃত্যু হইলে: ১. পারিবারিক পেনশন আবেদন ফরম ২.২ (সংযোজনী-৫)- ১ কপি ২. সত্যায়িত ছবি (স্বামী/স্ত্রী/উত্তরাধিকারীগণের)- ৪কপি ৩.উত্তরাধিকার সনদপত্র ও ননম্যারিজ সার্টিফিকেট (সংযোজনী-৩)- ৩কপি ৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ (সংযোজনী-৬)- ৩কপি ৫.অভিভাবক মনোনয়ন এবং অবসর ভাতা ও আনুতোষিক উত্তোলন করিবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ সনদ (সংযোজনী-৭)- ৩কপি ৬. চিকিৎসক/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুসনদপত্র- ১কপি ৭. অবসর ভাতার মঞ্জুরিপত্র- ১কপি ৮. পিপিও এবং ডি-হাফ- ১কপি ৯. প্রতিবন্ধী সন্তানের (যদি থাকে) নিবন্ধন, পরিচয়পত্র মেডিকেল বোর্ডের সনদপত্র-৩কপি প্রাপ্তিস্থান: প্রশাসন শাখা			

ক্র.	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪	পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান	আবেদন প্রাপ্তির পর কার্যক্রম সম্পন্ন করে দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং আবেদনকারীকে পত্র/ইমেইল মারফত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।	(১) সাদা কাগজে আবেদন; এবং (২) নির্ধারিত NOC ফরম (৩) উপমহাপরিদর্শকের ফরোয়ার্ডিং লেটার (উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান: প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)
৫	ভবিষ্য তহবিলের হিসাব খোলা, ঋণ ও চূড়ান্ত উত্তোলন	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) সরকারি আদেশ জারি।	(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন; (২) পূরণকৃত নির্ধারিত ফরম এবং চিফ একাউন্টস এণ্ড ফিন্যান্স কর্মকর্তা কর্তৃক জমার হিসাব স্লিপ (বাংলাদেশ ফরম নং-২৬৩৯, ও জিপিএফ চূড়ান্ত হিসাব ফরম নং-৬৬৩, গেজেটেড/নন-গেজেটেড); (৩) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণীর কপি। প্রাপ্তিস্থান: অর্থ ও হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) ফোন: ইমেইল: jig.admin@dife.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক

৩. আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৪	আবেদনের ধারাক্রম অনুসারে সেবা গ্রহণ
৫	সার্বিক সহযোগিতা

৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

যথাসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবায় সংক্ষুব্ধ হলে।	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক)	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০ ইমেইল: jig.general@dife.gov.bd ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	৩ মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক) নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ফোন: ২২৩৩৫৫৬০০ ই-মেইল: dsadmin@mole.gov.bd ওয়েব: https://mole.gov.bd/	১ মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল		৩ মাস

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনকৃত আইএলও'র কনভেনশনসমূহ

বাংলাদেশ ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র ৩৬টি কনভেনশন ও ১টি প্রটোকল অনুসমর্থন করেছে। এর মধ্যে ৫টি কনভেনশকে বাতিল করা হয়েছে; ১টিকে ডিনাউন্স করা হয়েছে। বর্তমানে নিম্নোক্ত ৩১ টি কনভেনশন ও প্রটোকল বলবৎ রয়েছে :

S. No.	Convention	Date
Fundamental Convention		
01	C029-Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)	22 Jun 1972
02	C087-Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)	22 Jun 1972
03	C098-Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)	22 Jun 1972
04	C100-Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)	28 Jan 1998
05	C105-Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)	22 Jun 1972
06	C111-Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)	22 Jun 1972
07	C138-Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)	22 Mar 2022
08	C182-Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)	12 Mar 2001
Governance (Priority) Convention		
09	C081-Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)	22 Jun 1972
10	C144-Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)	17 Apr 1979
Technical Convention		
11	C001-Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)	22 Jun 1972
12	C006-Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6)	22 Jun 1972
13	C011-Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11)	22 Jun 1972
14	C014-Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)	22 Jun 1972
15	C018-Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18)	22 Jun 1972
16	C019-Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19)	22 Jun 1972
17	C027-Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929 (No. 27)	22 Jun 1972
18	C032-Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32)	22 Jun 1972
19	C059-Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59)	22 Jun 1972
20	C080-Final Articles Revision Convention, 1946 (No. 80)	22 Jun 1972
21	C089-Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89)	22 Jun 1972
22	C090-Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90)	22 Jun 1972
23	C096 - Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96)	22 Jun 1972
24	C106-Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106)	22 Jun 1972
25	C107-Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107)	22 Jun 1972
26	C116-Final Articles Revision Convention, 1961 (No. 116)	22 Jun 1972
27	C118-Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118)	22 Jun 1972
28	C149-Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149)	17 Apr 1979
29	C185-Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185)	28 Apr 2014
30	MLC, 2006-Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)	06 Nov 2014
Protocol		
31	P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930	20 Jan 2022

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের আলোকচিত্র

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, ব্যাচ-১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীগণ (১৫.০৪.২৪)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে নতুন যোগদানকৃত পরিদর্শকগণের অরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (১৪.০১.২৪)

'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষ্যে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুমিল্লার সভাকক্ষে আলোচনার সভা (১২.০৬.২০২৪)

বগুড়ায় বিসিএল গ্রুপের কারখানাসমূহের সাথে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সেমিনার (২৬.০৫.২০২৪)

কারখানা পরিদর্শনরত দুইজন শ্রম পরিদর্শক

দিনাজপুরে তীব্র তাপদাহে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও ঠান্ডা খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানায় মালিক ও শ্রমিকবৃন্দের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন

১৬৩৫৭

(টোল ফ্রি)